ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৭০ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 January, 2024 ■ আগরতলা ১৮ জানুয়ারি ২০২৪ ইং ■ ৩ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কেন্দ্রের কাছে যুদ্ধ হেলিকপ্টার চেয়েছে রাজ্য

মনিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর শিবিরে কুকি জঙ্গিদের মর্টার হামলা, হতাহত ৪

ইমফল, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) ।। মণিপুরের তেংনোপাল জেলার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যুদ্ধ-হেলিকপ্টার চেয়ে জরুরিভিত্তিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে রাজ্য সরকার।

আজ বুধবার ভোররাত প্রায় ২:২৪ মিনিট নাগাদ ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী তেংনোপাল জেলার অন্তর্গত মোরে শহর সংলগ্ন সিকিম গ্রাম এবং কাননভেঙে সংগঠিত নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর সন্দেহজনক সশস্ত্র কুকি জঙ্গিদের অতর্কিত মর্টার-হামলায় দুই জওয়ান শহিদ হয়েছেন। ঘায়েল হয়েছেন আরও দুই জওয়ান। শহিদদের মধ্যে একজনের নাম জানা গেছে। তিনি মালোম তুলিহাল মায়াই লেইকাই (আর/নং- ০৬২০২১১০১৫)-এর বাসিন্দা জনৈক ডব্লিউ চাওটন সিঙের ছেলে, ৬ নম্বর মণিপুর রাইফেলসের জওয়ান ওয়াংখেম সোমরজিৎ মেইতেই। এছাড়া বাকি হতাহতদের নামধাম এখনও জানা যায়নি। এ খবর লেখা পর্যন্ত আধাসেনা

এবং কুকি জঙ্গিদের মধ্যে গোলাগুলি চলছে বলে জানা গেছে।

মণিপুর সরকারের গৃহ কমিশনার টি রঞ্জিত সিং ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, আজ ভোররাত প্রায় ২:২৪ মিনিট নাগাদ তেংনোপাল জেলার অন্তর্গত মোরে শহর সংলগ্ন দুটি এলাকায় সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গিরা কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের সশস্ত্র বাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়েছে। তিনি জানান, ইমা কোন্ডং লাইরেম্বি দেবী মন্দিরের কাছে বিদ্যমান আইআরবি শিবিরে মর্টার হামলা চালিয়েছে জঙ্গিরা। আইআরবি এবং মণিপুর পুলিশের সশস্ত্র জওয়ানরা তখন ঘুমে ছিলেন। সে সময় সশস্ত্র জঙ্গিরা সিকিম গ্রামের পাহাড়ের চূড়া থেকে রকেট চালিত গ্রেনেড (আরপিজি) ছুঁড়ে আধা সেনাদের উপর হামলা চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই একজন সিডিও কর্মী মারা যান এবং আরও তিনজন আহত হয়েছেন। পরে হাসপাতালে আরেকজনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি জানান, আইআরবি পোস্ট থেকে মাত্র ২০ মিটার দূরে আসাম রাইফেলস-এর ক্যাম্প। গুলির শব্দ শুনে আসাম রাইফেলস-এর জওয়ানরা তাদের বুলেট প্রুফ গাড়ি ব্যবহার করে আইআরবি জওয়ানদের রক্ষা করে জঙ্গিদের মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়েন।

টি রঞ্জিত সিং জানান, ভোররাত থেকে এখনও (এ খবর লেখা পর্যন্ত) উভয় পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি চলছে। জঙ্গিরা পাহাড়ের চূড়া এবং নাগরিকদের বাসস্থানে পাতা ডেরা থেকে গুলি-মোর্টার বর্ষণ করছে। নাগরিকদের নিরাপত্তাজনিত কারণে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আধাসেনা বাহিনীকে বহু সতর্কতা অবলম্বন করে পাল্টা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিয়ন্ত্রন হারিয়ে এনআইটি'র বাস পুকুরে, আহত বহু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। যান দুর্ঘটনা নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুধবার এনআইটি-র একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এনআইটি-র বাস সড়ক থেকে ছিটকে গিয়ে পড়েছে পুকুরে। তাতে, ওই বাসের থাকা বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক সহ গাড়ির চালক গুরুতর আহত হয়েছেন।

রানীরবাজার চক বস্তা এলাকায় এনআইটি আগরতলার বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। দমকল কর্মীরা রক্তাক্ত অবস্থায় আহতদের উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা আহত শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী নিজ সামাজিক মাধ্যমে বলেন, আজ ভোরে এনআইটি- বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি পুকুরে গিয়ে পড়েছে। ওই দুর্ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। পাশাপাশি তিনি আহতদের সর্বাত্মক সহায়তা দিতে স্থানীয় প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।তাছাড়া, আহত শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন তিনি।

ধর্ষণের অভিযোগে ১০ বছরের কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৭ জানুয়ারি ।। ধর্ষণের অভিযোগে অমিত দেবনাথ(৩০) নামে এক অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দিয়েছে কমলপুর অতিরিক্ত দায়রা আদালতের বিচারক সূর্যদেও সেন। ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও তিন মাসের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

এই বিষয়ে বিস্তারিত বলতে গিয়ে কমলপুর অতিরিক্ত দায়রা আদালতের আইনজীবি ইন্দুভূষণ দেব জানিয়েছেন, গত ২২-৪-১৮ তারিখে ৩০ বছর বয়সী এক মহিলাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছে অমিত দেবনাথ। নির্যাতিতার বাড়ীর পাশের এক লুঙ্গায় এই ঘটনাটি সংঘটিত হলে নির্যাতিতার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছে। পরবর্তীতে সালেমা থানায় এই বিষয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশ সপ্তাহ উদ্‌যাপন

রাজ্যে অপরাধমূলক ঘটনার প্রবণতা কমছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। রাজ্যে জনগণের সুরক্ষার পাশাপাশি শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ত্রিপুরা পুলিশ যথেষ্ট সংবেদনশীল ভাবে দায়িত্ব পালন করছে। রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার উন্নয়নে ত্রিপুরা পুলিশ যে সাফল্য অর্জন করেছে তা সারাদেশেই প্রশংসিত হয়েছে। রাজ্য পুলিশের এই সাফল্যে আমরাও গর্ব অনুভব করি। আজ অরুন্ধতীনগরস্থিত মনোরঞ্জন দেববর্মা মতি স্টেডিয়ামে পুলিশ সপ্তাহ উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমী বলেন, রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় ত্রিপুরা পুলিশ যে সফলতা পেয়েছে তাতে আত্মতুষ্টির অবকাশ নেই।

সাফল্যের এই ধারা যাতে আগামীদিনেও বজায় থাকে সে বিষয়ে প্রয়াস জারি রাখতে হবে। রাজ্যে আইন শৃখলা উন্নয়নের তথ্য তুলে ধরে মুখ্যমী বলেন, সর্বনিম্ন অপরাধের হারের নিরিখে ২৮টি রাজ্যের মধ্যে আমাদের রাজ্য বর্তমানে ততীয় স্থানে রয়েছে। ত্রিপুরায় প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় ১১০টি অপরাধের ঘটনা ঘটেছে, যেখানে জাতীয় গড় হচ্ছে ৪২২টি। এর আগের বছর ত্রিপুরার স্থান ছিল পঞ্চম। শারীরিক আক্রমণ সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে ২৮টি রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরার স্থান হচ্ছে সর্বনিম্ন অষ্টম। এক্ষেত্রে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় ত্রিপুরায় অপরাধের ঘটনা হচ্ছে ৪৩.৮টি, আর জাতীয় গড় হচ্ছে ৮৪টি। তার আগের বছর ত্রিপুরার স্থান ছিল দশম।সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে ২৮টি রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা সর্বনিম্ন স্থান দখল করেছে। প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় মাত্র ১১.৯টি এ জাতীয় অপরাধ নথীভুক্ত হয়েছে। যেখানে জাতীয় গড় হচ্ছে ২০.৮টি। তার আগের বছর ত্রিপুরার স্থান ছিল ৩য় সর্বনিম্ন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২৮টি রাজ্যের মধ্যে নারী সংক্রান্ত অপরাধের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবি

অবসরপ্রাপ্ত গৃহরক্ষী বাহিনীর পেনশন ভাতা বন্ধ তিন মাস ধরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। অবসরপ্রাপ্ত গৃহরক্ষী বাহিনীর কর্মীদের মধ্যে তিন মাস ধরে পেনশন না পায় ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। নভেম্বর, ডিসেম্বর পেরিয়ে জানুয়ারি মাস চলছে ৩ মাস যাবত রাজ্য সরকারের দেহরক্ষী বাহিনীর অবসরপ্রাপ্তদের যে পেনশন দেওয়া হয় তা একাউন্টে না ঢোকায় তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

আগে তাদেরকে দেওয়া হতো মাসে ৭০০ টাকা করে। পরবর্তী সময়ে রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ৭০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এই পেনশন বা ভাতা ২৫০০ টাকা করা হয়। এমনিতেই পাওয়া যায় মাত্র আড়াই হাজার টাকা তার ওপর তিন মাস যাবত এক টাকা ও একাউন্টে না ঢোকায় বিপন্ন হয়ে পড়েছে অবসরপ্রাপ্ত গৃহরক্ষী বাহিনীর কর্মীরা।

তারা তাদের প্রাপ্য মাসিক টাকা পাওয়ার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার কাছে আবেদন জানিয়েছে যাতে তাদের জমানো মাসিক টাকা এবং প্রতি মাসের টাকা যথাসময়ে পেয়ে যায়। প্রত্যেকেরই ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকে একাউন্ট রয়েছে। বারে বারে একাউন্টে গিয়ে টাকা ঢুকেছে কিনা খোঁজ করে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরছেন।

জানা গেছে, রাজ্যে এরূপ তিনশোর মত অবসরপ্রাপ্ত গৃহকর্মী রয়েছে। এতদিন যাবত প্রতিমাসের ২০ তারিখ থেকে ২৪ তারিখের মধ্যে একাউন্টে টাকা ঢুকে যেত। কিন্তু নভেম্বর, ডিসেম্বর শেষ হয়ে জানুয়ারি মাসের ১৭ তারিখ অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এক টাকা ও একাউন্টে না ঢুকায় তীব্র আর্থিক সংকটে ভুগছেন তারা। রাজ্যের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের সাহায্যের দাবিতে বামেদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্টে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সরকারি সাহায্যের দাবিতে বুধবার এ আই কে এস, এ আই এ ডাব্লিউ ইউ, জি এম পি পশ্চিম জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলা শাসকের কাছে গণডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। ডেপুটেশনের আগে আগরতলা শহরে একটি মিছিল সংঘটিত করা হয়। মিছিলটি রাজধানীর প্যারাডাইস চৌমুহনি থেকে শুরু হয়ে সদর মহকুমা শাসক অফিসে সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে বিক্ষোভ দেখায় কর্মীরা।

উপস্থিত সারা ভারত কৃষক সভা রাজ্য কমিটির সভাপতি পবিত্র কর জানান, গত ডিসেম্বর মাসে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে ধান এবং সবজির ফসল রাজ্যের প্রায় আটটি জেলাতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তারপর ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহযোগিতার জন্য সাথে সাথে এ আই কে এস, এ আই এ ডাব্লিউ ইউ, জি এম পি পক্ষ থেকে মহাকুমার শাসক এবং জেলা শাসকদের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী এবং কৃষি দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল। মন্ত্রী আশ্বস্ত করেছিলেন ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষাধিক কৃষককে সহযোগিতা করা হবে। তারপর বিধানসভা অধিবেশনও মন্ত্রী স্বীকার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চোরের দৌরাত্ম

নৈশ টহল বাড়ানোর দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। এয়ারপোর্ট থানা এলাকায় চোরের দৌরাত্ম্য দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। এয়ারপোর্ট থানাধীন তেবাড়িয়া এলাকায় এক দোকানে হানা দিল চোরের দল। দোকানের ছাউনি খুলে ভেতরে প্রবেশ করে নগদ অর্থ সমেত বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ করেছেন দোকান মালিক মালতি সরকার।

সোমবার গভীর রাতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। আর্থিকভাবে বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন দোকান মালিক।

তিনি আরো জানান ইতিপূর্বে ওনার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জন অংশগ্রাহীর চেতনায় বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা বারাণসীতে তৈরি করেছে নতুন মাইলফলক

।। সন্দীপ বিশ্বাস।।

বারাণসী থেকে ফিরে, ১৭ জানুয়ারি : ভারত জুড়ে একটি রূপান্তরমূলক আন্দোলন ক্রমশ শিকড় নিচ্ছে। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা আশার একটি প্রাণবন্ত কনভয় হিসেবে সমস্ত ভারতীয়দের দোরগোড়ায় ক্ষমতায়ন এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসছে।

ঝাড়খণ্ডের খুন্তি থেকে ১৫ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা যাত্রা শুরু করেছিল বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কে নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ১০০ শতাংশ পরিপূর্ণতা নিশ্চিত করার জন্য 'জন অংশগ্রাহীর' চেতনায় তাদের অংশগ্রহণের চেষ্টা করা। এই প্রকল্পটি ভারত সরকারের সর্বকালের সর্ববৃহৎ জনসংযোগ উদ্যোগ এবং আগামী ২৫ জানুয়ারীর মধ্যে সারা দেশে ২.৬০ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং

সোনভদ্রের রাণীকুটে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা।

চার হাজারের অধিক শহুরে স্থানীয় সংস্থাগুলিকে ভ্রমণ করবে।

বিকশিত ভারত সংকল্পযাত্রা শুধুমাত্র একটি প্রতিশ্রুতিই নয়, বাস্তব উন্নতির সাথে প্রশস্ত একটি যাত্রা। বারাণসীতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার মূলমন্ত্র হল জনসাধারণের তালিকাভুক্তি, সচেতনতা, এবং 'জন অংশগ্রাহী' সহ নাগরিকদের জ্ঞান আপডেট করা। সাথে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় বারাণসী জেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের ১০০ শতাংশ সম্পৃক্তির পথ তৈরি করেছে।

বারাণসী জেলায় প্রায় ৪৬ লক্ষ জনসংখ্যার জন্য বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা প্রচারাভিযানের লক্ষ্য হল জেলার নাগরিক যাঁদের কাছে এখনও পৌঁছানো যায়নি বা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা এখনও পৌঁছতে পারেনি তাঁদের নাম নথিভুক্ত করা এবং পৌঁছানো। বারাণসীর মুখ্য উন্নয়ন আধিকারিক হিমাংশু নাগপাল ত্রিপুরার সাংবাদিকদের এক প্রতিনিধি দলের সাথে একান্ত আলাপচারিতায় এই দাবি করেছেন।

তিনি বলেন, প্রথমেই

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০ ◘ সংখ্যা ১০২ ◘ ১৮ জানুয়ারি ২০২৪ ইং◘ ৩ মাঘ ◘ বৃহস্পতিবার ◘১৪৩০ বঙ্গাব্দ

দিব্যাঙ্গদের স্বার্থ সুরক্ষায় গুরুত্বারোপ

শারীরিক প্রতিবন্ধী অর্থাৎ দিব্যাঙ্গদের শিক্ষা চাকরী সহ সর্বক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থা আরো জোরদার করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। দিব্যাঙ্গরা যাহাতে সমাজের অবহেলিত বলিয়া নিজেদের মনে না করেন তাহা নিশ্চিত করিতেই এই ধরনের চিন্তাধারার অবতারণা। দিব্যাঙ্গরা আমাদের সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাহাদের সার্বিক উন্নয়ন ব্যতীত সমাজের সকল অংশের জনগণের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিশেষ করিয়া শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করিবার ওপর দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ইহা খুবই ইতিবাচক দিক বলিয়া মনে করেন অনেকেই। আবার রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করিতেছেন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রাখিয়া দিব্যাঙ্গদের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যেই সরকার এই ধরনের মায়া কান্না কাঁদিবার কৌশল নিয়াছে। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান নিয়ে চিন্তায় মোদি সরকার। ৫০ লক্ষেরও বেশি এমন ব্যক্তির কর্মসংস্থান হয়নি। অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন মোদি সরকারের। বিষয়টি সামাজিক ন্যায়বিচার মন্ত্রকের আওতাধীন। তাই অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়াছে মন্ত্রক। প্রাথমিক ধাপ মানিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ 'মউ' স্বাক্ষর করিয়াছে মন্ত্রক। ঘোষণা করা হইয়াছে, এর ফলে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের (দিব্যাঙ্গ) কর্মসংস্থানের পথ আরও সুগম হইবে। তাঁহারা আরও বেশি সংখ্যায় চাকরি পাইবেন। সামাজিক ন্যায়বিচার মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হইয়াছে, ন্যাশনাল হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের (এনএইচআরডিএন) সঙ্গে একটি 'মউ' স্বাক্ষর করিয়াছে মন্ত্রকের আওতায় থাকা ডির্পামেন্ট অব এমপাওয়ারমেন্ট অব পার্সনস উইথ ডিস-অ্যাবিলিটিস (ডিইপিডব্লুডি)। গোয়াতে শেষ হইয়াছে আন্তজার্তিক পার্পল ফেস্ট। তাহা শেষের পরেই 'মউ' স্বাক্ষর হইয়াছে। প্রধানত পিএম-দক্ষ-ডিইপিডব্লুডি ডিজিটাল পোর্টালের মাধ্যমেই শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের পথ আরও বেশি সুগম করিবার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া

হইয়াছে বলিয়াই জানাইয়াছে সামাজিক ন্যায়বিচার মন্ত্রক। সরকারি সূত্রে জানা গিয়াছে, বছর কয়েক আগের সেই মূল্যায়নে সামনে আসিয়াছে যে সারা দেশে দিব্যাঙ্গদের সংখ্যা প্রায় তিন কোটি। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় দেড় কোটি দিব্যাঙ্গই রীতিমতো কর্মক্ষম। অথচ কর্মরত শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা সারা দেশে ৫০ লক্ষও পার হয়নি। সেই রিপোর্ট আরও বলিয়াছে যে, কর্মক্ষম শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মধ্যে প্রায় ২০ হাজার দিব্যাঙ্গ আইটি এবং কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক হইয়াছেন। রাজনৈতিক সূত্রের দাবি, ভোটের কথা চিন্তা করিয়াই এইবার এব্যাপারে পদক্ষেপ করিতে মরিয়া মোদি সরকার।

আরও এক শীতলতম দিন দিল্লিতে, পারদ নামল ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): আরও এক শীতলতম দিনের সাক্ষী হল জাতীয় রাজধানী দিল্লি। বুধবার দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ নেমে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে দিল্লি ও সংলগ্ন অঞ্চল।

শীতের পাশাপাশি কুয়াশার দাপটও কমেনি দিল্লিতে। ঘন কুয়াশার কারণেও এদিনও দিল্লিতে প্রভাবিত হয়েছে রেল ও বিমান পরিষেবা। ৪-৫ ঘন্টারও বেশি সময় দেরিতে চলে অনেক ট্রেন। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বহু বিমান বাতিল অথবা বিলম্বে ওঠানামা করেছে। দিল্লি বিমানবন্দরের ফ্লাইট ইনফরমেশন ডিসপ্লে সিস্টেম থেকে জানা গিয়েছে, ২১টি ঘরোয়া বিমান, ১৬টি ঘরোয়া প্রস্থান, ১৩টি আন্তর্জাতিক প্রস্থান এবং ৩টি আন্তর্জাতিক আগমনের সময়সূচি-সহ মোট ৫৩টি বিমান কুয়াশার কারণে এবং দিল্লি বিমানবন্দর থেকে এবং অন্যান্য অপারেশনাল কারণে বাতিল করা হয়েছে।

শীত ও কুয়াশা এখনই কমবে না, আপাতত একইরকম থাকবে উত্তর ভারতের আবহাওয়া : আইএমডি

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): কাঁপুনি ধরানো শীত ও ঘন কুয়াশা থেকে এখনই রেহাই পাবে না দিল্লি-সহ গোটা উত্তর ভারত। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামী ৪-৫ দিন দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ঘন থেকে অতি ঘন কুয়াশা থাকবে, বজায় থাকবে শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতিও।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ৪-৫ দিন উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলিতে শৈত্যপ্রবাহ থেকে তীব্র শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে। আইএমডি জানিয়েছে, পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় এবং দিল্লির বেশিরভাগ অংশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ৫ ডিগ্রির নীচেই। এছাড়াও উত্তর প্রদেশ, রাজস্থানের অনেক অংশে থাকবে কনকনে ঠান্ডা। উত্তর মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ডও শীতের দাপট থেকে রেহাই পাবে না।

শীতের মধ্যেই বৃষ্টির ভ্রূকুটি, তিলোত্তমায় ফের পারদ-পতন, সর্বত্রই বাড়ল ঠান্ডা

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): শীতের মধ্যেই দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বঙ্গোপসাগরে উচ্চচাপ বলয় এবং পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে বদলাতে পারে আবহাওয়া, মাঘের শুরুতেই সমস্যা বৃদ্ধি করবে বৃষ্টি। তবে, বুধবারও কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে। মহানগরী তিলোত্তমায় বুধবারও নেমেছে তাপমাত্রার পারদ। ফলে শীত বেড়েছে সর্বত্রই।

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে রয়েছে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি ও নদিয়াতে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে।

বিহার সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা রয়েছে। মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে সবথেকে বেশি কুয়াশা থাকতে পারে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে ঘন কুয়াশার দাপট থাকতে পারে। নেমে যেতে পারে দৃশ্যমানতা। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলাতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে।

দক্ষিণবঙ্গে ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি থাকবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানে। অন্যান্য জেলাতে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা দেখা যাবে খুব সকালে। আগামী কিছু দিন রাতের ও দিনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম।

বই মেলা তার লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে

স্বপনকুমার মণ্ডল

বইয়ের প্রতি বাঙালির গভীর শ্রদ্ধাবোধই তার বইমেলার বিস্তারের পথকে প্রশস্ত করে তুলেছে। শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে বাঙালিজীবনে বইমেলা ক্রশম বাৎসরিক উৎসবে মহার্ঘ আভিজাত্য লাভে উৎকর্ষমুখর হয়ে উঠেছে। আবার সেখানেই তার সংকট নিবিড়তা লাভ করেছে। বিস্তারে গভীরতা হারায়, জনপ্রিয়তায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সেদিক থেকে বইমেলার উৎসবের প্রকৃতিতে বিস্তৃতির আভিজাত্যে আত্মসংকটের পরিসরও অমোঘ মনে হয়। পূজা উৎসবে বিস্তার লাভ করলে তার আকাশে বর্ণরঙিন কৃত্রিম পরিসর আপনাতেই সরগরম হয়ে ওঠে। অথচ তাতেই পূজার পবিত্রতা বজায় রাখা দুরূহ হয়ে পড়ে। যেখানে দেখনদারির আভিজাত্যে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ উগ্র মূর্তি লাভ করে, সেখানে পবিত্র চেতনায় শ্রদ্ধাবোধ আপনাতেই ক্রমশ উবে যায়। বইমেলার আলোর রোশনাই ক্রমশ উৎসমুখর বর্ণরঙিন। সেই আলোতে ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার নানান পন্থায় বিভ্রান্ত করে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করাও সুলভ মনে হয়। অথচ বইয়ের মুখ্য উদ্দেশ্যই অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করা, দেখার ভিন্নতর অভিমুখে প্রাণিত করা। সেখানে বইমেলার আলোর রোশনাই এ ব্যবসায়িক বুদ্ধির সাফল্য দিয়ে পাঠককে ক্রেতা বানানোর মধ্যে বিক্রি বাড়ানোর তাগিদ ছাড়া অন্য কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সক্রিয় হতে পারে না। জনপ্রিয়তা হাতছানিতে তার আসল লক্ষ্যই ক্রমশ ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। সেক্ষেত্রে বইমেলার পাঠকের সংখ্যাবৃদ্ধির মহৎ উদ্দেশ্যই প্রদীপের আলোর নীচের অন্ত্যজ অন্ধকারে ব্রাত্য হয়ে পড়ে। সেদিক থেকে যদি বইমেলার আলোতে বইচেনার পরিসরটি আলোকিত হত, তাহলে আর কিছু হোক আর না হোক আখের পাঠক তৈরির সোপানটি সক্রিয় হয়ে উঠত। না জেনে শ্রদ্ধা অন্ধভক্তির নামান্তর। পুণ্যতাবোধের দাগরণে শ্রদ্ধা জেগে ওঠে, জ্ঞানের পুর্ণতাবোধে শ্রদ্ধাসীন হয়। শিক্ষার সোপানে সেই পূর্ণতাবোধে বইয়ের অবিকল্প অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান। সেদিক থেকে শালুককাপড় মুড়ে সিঁদুর পেলে ভক্তি ভরে বইয়ের অস্তিত্ব সময়ান্তরে নিঃস্ব হয়ে পড়ে না। সেই অচলা ভক্তিই যে আধুনিক বইমেলায় পাথেয় হয়েছিল, তা অনস্বীকার্য।

অন্যদিকে শিক্ষার উৎকর্ষে ও সস্কৃতির বিকাশে বইয়ের বনেদি ভূমিকা পূণ্য থেকে পূর্ণের দিকে অগ্রসরমান। সেখানে বইয়ের জগতেও এসেছে বিশেষিকরণের বহুমাত্রিক শ্রেণিবিন্যাসের বর্ণমুখর পরিসর। তাতে পোশাকআসাকে শিল্পনৈপূণ্যে দেখনদারির পরিচয় স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশমুখর। অথচ অঙ্গসৌষ্ঠবসর্বস্বতা দিয়ে তার আবেদনকে আকার্ষণীয় করা গেলেও তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা একান্তভাবেই পাঠকনির্ভর। তাছাড়া ক্রেতাবৃদ্ধিতে পণ্যের গুণমানে নজর পড়লেও পাঠক তৈরির প্রতি তীব্র অদাসীনতা নেমে আসে। যেন ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না-র ধারণা সেখানে উচ্চকিত। অথচ সেক্ষেত্রে কাকের পরিবর্তে কোকিল চেয়ে বসলেই ভাতের সুলভ আবেদন নিঃস্ব হয়ে যায়। স্বাভাবিক ভাবেই বইমেলার ক্রেতাবৃদ্ধিতে তো আর বইমেলার সৌরভ বিকশিত হতে পারে না। শুধু তাই নয়, তাতে মেলার আভিজ্যত্যে বইমেলার স্বতন্ত্র বনেদিয়ানাও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বইকে পণ্য করেও যাঁচানো যাবে না। বাংলার বইসংস্কৃতি বাঙালির অহঙ্কার। সেই অহঙ্কার আধুনিক পরিসরে সমৃদ্ধিমান। বইমেলা তার ধারক বাহক হয়ে উঠেছে। অথচ সেখানে বইয়ের পণ্যয়ান আপাতভাবে স্বাস্থকর মনে হলেও তার সঙ্গে পাঠকের মানসিক সংযোগ স্থাপন করে বইমেলার পরিসরকে উৎকর্ষের মানসতীর্থ করে তোলা সম্ভব কিনা, তা নিয়ে বিতর্কেণ অবকাশ থেকেই যায়। আধুনিক পরিসরে পাঠকের বিসস্তার প্রযোজনের চৌকাঠ পেরিয়ে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। শুধু তাই নয়, সেই প্রয়োজনের পরিসরও পাঠক তৈরির ক্ষেত্রে সেভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেনি। গ্রামাঞ্চলে বা আধা শহরগুলিতে বইয়ের দোকানের অপ্রতুল সংখ্যাই শুধু নয়, যেখানে প্রচুর বইয়ের সম্ভার রয়েছে, সেই লাইব্রেরিতেও বইয়ের চাহিদার দিকে দৃষ্টি দিলেই তা সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। পাঠকের পূর্ণতাবোধে বইয়ের অভিযান সেক্ষেত্রে প্রয়োজনের সীমাবদ্ধতায় আটকে পড়লে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। স্বার্থের সম্পর্ক তার চরিতার্থতায় নিঃস্ব হয়ে পড়ে। আত্মিক সম্পর্ক সার্থকতায় উৎকর্ষমুখর। বইয়ের সম্পর্ক প্রয়োজন থেকে অপ্রয়োজনের পরিসরে পক্ষ বিস্তার করে। সেখানে প্রয়োজনেই তার সার্থকতা নিঃশেষ হয়ে পড়ে না, অপ্রয়োজনে জীবনবোধ গড়ে তোলার সোপানটি বইমেলার পাঠকের পরিবর্তে ক্রেতা অভিমুখী দৃষ্টিতে ব্যাহত মনে হয়। আসলে বইমেলার আসল উদ্দেশ্যই এখনও অধরা মাধুরী। জনমানসে বইমেলা বইয়ের মেলা, মেলা বইয়ের বাজার।

শ্রদ্ধাবোধ ব্যতীত ঐতিহ্য যেমন গড়ে তোলা যায় না, তেমনই তা রক্ষা করাও দুরূহ। সেখানে শ্রদ্ধাবোধই বইমেলার বনেদি আভিজাত্য। অথচ সেই বইমেলা পণ্যসস্কৃতির শ্রদ্ধাহীনতার সোপানে উৎসবমুখর। তার আয়োজনে জনমনোরঞ্জনী সংস্কৃতিচেতনা তীব্র গতি লাভ করেছে। প্রচলিত পথেই তার বিস্তার। সেখানে পাঠকের চেয়ে দর্শকের ভিড়, রসের আড়ম্বরের চেয়ে রসনা তৃপ্তির হরেক আয়োজন। সেই দর্শকচিত্তে বা শ্রোতার মননে বইয়ের অস্তিত্ব জাগিয়ে তোলার সক্রিয়তা লক্ষ করা যায় না। শুধু তাই নয়, বই কীভাবে আমাদের জীবনবোধ গড়ে তোলার সহায়ক বা এই জীবনই বইয়ের আধার, তা নিয়ে চর্চার পরিসর আজও সক্রিয় হতে পারল না। বই সর্বদা বিকল্প পথ দেখানোর বনেদি মাধ্যম। সেখানে নীরবতার ভাষাও সরব হয়ে ওঠে। গুটি কেটে প্রজাপতি হয়ে ফুলে ফুলে মধু আস্বাদনের মতো মননের মধু ক্ষরণে বইয়ের অতুলনীয় ভূমিকা সেদিক থেকে বড়ই প্রান্তিক মনে হয়। আসলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে বইয়ের প্রয়োজন মেটানোর দায়ে তার পণ্যায়ন স্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত হয়েছে। সেখানে বইমেলায় তার হাতছাড়ি অবশ্যম্ভাবী মনে হয়। অথচ বইমেলায় ভইয়ের মূলধনের প্রতি পথম দৃষ্টিতে তার মনধন আপনাতেই প্রান্তিক হয়ে পড়েছে। সেই প্রান্তিকতায় অবশিষ্ট শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে গেলেই তার অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য। অন্যদিকে সেই শ্রদ্ধাবোধ পূণ্যের ভক্তিতে প্রত্যাশিত নয়। কেননা সেই অন্ধবক্তিতেই তার পরিসর সীমাবদ্ধ। এজন্য জীবনবোধের পূর্ণতার আধারেই সেই শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা জরুরি। সেই শ্রদ্ধার আধারটি তোলা জরুরি। সেই শ্রদ্ধার আধারটি অবহেলা করলে অচিরেই তার পাথেয় শেষ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে বইমেলার আসল লক্ষ্যই আজ প্রশ্নের মুখে ভাবা যায়। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিজ্ঞান ও সাহিত্যে ক্রমবিকাশগত সম্পর্ক

কামরুল ফারুকী

আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে দুটি দুই মেরুর বিষয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ দুই এর মাঝে রয়েছে গভীর সম্পর্ক। বিজ্ঞান যে সাহিত্যে প্রভাব ফেলে একথা সবাই জানে কিন্তু সাহিত্যও বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় কীভাবে সাহায্য করে তা অল্প লোকই ভাবে।সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য আনন্দময় দৃষ্টিতে জীবনের গভীর অবলোকন।সেখানে বস্তুর মানসিক দিকটাই প্রধান,বস্তুর অবস্থান সেখানে গৌণ বিষয়। অপরদিকে বিজ্ঞানে বস্তুর ধর্ম ও বাহ্য বৈশিষ্ট্যই প্রধান।তা আমাদের মনে কী ধরণের আলোরণ সৃষ্টি করে তার পরিবর্তে তা আমাদের দেহে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি করে সেটাই বিবেচনার বিষয়।বিজ্ঞান যেখানে হৃদয়কেই আলাদা বিষয় হিসেবে অস্বীকার করে এবং মস্তিস্কের একটি প্রতিক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করতে প্রয়াস পায়--সেখানে হৃদয় নিয়ে মহাকারবারী সাহিত্যের সাথে তার তুলনা স্থূল দৃষ্টিতে মেরুভিত্তিকই মনে হতে পারে। আমরা এখন যাকে বিজ্ঞান বলি তার সূচনা খুব বেশি দূরের নয়। মধ্যযুগে মধ্য এশিয়া,চিন ও ভারতে তার প্রাথমিক যুগের পরিচর্যা হয় ও আধুনিক যুগের সূচনায় ইউরোপীয় রেনেসার মাধ্যমে তার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে। অপরদিকে সাহিত্যের ইতিহাস সুপ্রাচীন। পৃথিবীর প্রথম মানব যখন তার প্রথম মানবীর জন্য দেহের বাইরেও আকর্ষণের জন্য হৃদয়ের খোঁজ পান তখন থেকেই সাহিত্যের সূচনা। তারপর থেকে মানুষের চলার পথে কখনও কল্পনা,কখনও মিথ বা রূপকথা হয়ে সাহিত্য তাকে নানা প্রতিকূলতায় সাহস যুগিয়েছে।সাহিত্য মানুষকে কল্পনা করতে শিখিয়েছিল বলেই মানুষ অবিশ্বাস্য নানা বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে ধারণা পেয়েছিল। মানুষের শরীরে পাখা লাগিয়ে রূপকথায় তাকে আকাশে উড়াতে পেরেছিল বলেই আজ সত্যি সত্যিই মানুষ বিমানে চড়ে আকাশে উড়তে পারছে। সাহিত্য যদি মানুষকে আপাত দৃষ্টিতে যুক্তিহীন কল্পনা করতে উদ্বুদ্ধ না করতো তাহলে বিজ্ঞান সেই কল্পনাকে বাস্তবায়নের পরবর্তী ধারাবাহিক যুক্তি কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারতো না। অপরদিকে বিজ্ঞানও তার নানা আবিষ্কারের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে মানুষের জীবন ও পরিপারশ্বের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ফলে পরিবর্তন এসেছে মানুষের চিন্তা ও চেতনাতেও যার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে সাহিত্যে।

শিকার করতে গিয়ে আদিম মানুষের পাথরের হাতিয়ারের প্রয়োগ,আগুন আবিষ্কার-এসবও বিজ্ঞান। আধুনিক যুগের বিজ্ঞান কোন পর্যায়ে গিয়েছে তা আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। আদিম মানুষের শিকারের পদ্ধতি আবিষ্কার,গুহায় ছবি আঁকার জন্য শিকারী জীবের রক্ত ও চর্বির সাথে পাথর ও নানা ফলের রস মিশিয়ে রঙ তৈরি- এর সবকিছুর সাথেই জড়িত বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গি। বিভিন্ন গুহায় হাজার বছর আগে নির্মিত ভাস্কর্য ও আঁকা ছবিগুলো দেখে বোঝা যায় সেই যুগের মানুষেরও কিঞ্চিত জ্যামিতিক ধারণা ছিল। তা না হলে এত নিপুণ শিল্পসৃষ্টি তাদের সম্ভব হত না। এর সবই যদিও অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের বিজ্ঞান যা মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই অর্জন করে। তবু প্রকৃতিগত ভাবে অর্জিত এই প্রাথমিক বিজ্ঞানের ধারাবাহিক বিকাশই যে আমাদের আজকের যুক্তিনিষ্ঠ আধুনিক বিজ্ঞানে পৌঁছে দিয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। শিল্পের বিভিন্ন শাখা মূলত বিজ্ঞানের নানা বিবর্তনের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞান যত বহু পথে বিভক্ত হয়েছে শিল্পেও তেমনি নতুন শাখার উদ্ভব হয়েছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব শুধু যে বিজ্ঞানেই বৈপ্লবিক জাগরণ এনেছিল তা নয় সাহিত্যেও তা প্রভাব ফেলেছিল। ভৌত বিজ্ঞানের সীমানা পেড়িয়ে এই প্রথম বিজ্ঞান মানুষের প্রত্যক্ষ সত্যের বাইরে নিজেকে মেলে ধরতে পেরেছিল। আপেক্ষিক তত্ত্বের এই আবিষ্কারই প্রথম মানুষের চেতনাকে সৌরজগতের বাইরে নিক্ষেপ করতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে মানুষের কল্পনা আরও বহুমাত্রিক হয়ে শিল্পসৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল। আজকের দিনের সায়েন্স ফিকশন কি তারই একটি নমুনা নয়? এখানে তো মূলত বিজ্ঞান ও কল্পনা একাকার হয়ে যায়।অদূর ভবিষ্যতে এই কল্পবিজ্ঞানও হয়তো আমাদের বিজ্ঞানীদের নতুন নতুন আবিষ্কারের স্ফূলিঙ্গ জোগাতে পারে। আজকের দিনের কল্পবিজ্ঞান একদিনের বাস্তব বিজ্ঞান হয়ে প্রকাশ পাওয়াটা অস্বাভাবিক নয় যখন সত্যিই হয়তো পৃথিবীবাসী কোন মানুষের সাথে মঙ্গলগ্রহে বসবাসকারী আরেক মানুষের বন্ধুত্ব হবে। তারা হয়তো অভিসারের জন্য উড়ে যাবেন অন্য কোন গ্রহে! তাছাড়া ডারউইনের বিবর্তনবাদ শুধু বৈজ্ঞানিক চিন্তায় নয় শিল্পসাহিত্যের নানা শাখায়ও তার প্রভাব রেখেছে। বিবর্তনবাদী যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্বের শিল্প মাধ্যমও লাভ করেছে এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ। এভাবে বিজ্ঞান ও সাহিত্য একে অপরকে প্রভাবিত করে চলছে প্রতিনিয়ত।

বিজ্ঞান ও সাহিত্য দুটোই আসলে আবিষ্কার। বিজ্ঞানের আবিষ্কার যুক্তিনিষ্ঠ পথে হেঁটে একটি ক্রমিক বিন্দুতে পৌঁছতে পারে বলে বিজ্ঞানের সত্যকে খুব চাক্ষুসভাবে দেখানো যায়। অপরদিকে শিল্পের সত্য বহুমাত্রিক বিষয় ও জীবনের দ্বান্দ্বিক চেতনাকে আশ্রয় করে বলে গণিতের যোগ বিয়োগের মত তার ফলাফল দেখানো যায় না। তাই অনেক সময় শিল্প সাহিত্যকে একটি নিছক মনগড়া সৌখিন বিষয় বলে মনে হয়।

সাহিত্য সেই সত্যকে তুলে আনে যা বিজ্ঞানের একমাত্রিক পর্যবেক্ষবের মাধ্যমে গবেষণাগারে প্রমাণ সম্ভব নয়। দার্শনিক নীটশে প্রথম আমাদের প্রত্যক্ষ চেতনা ও সত্যকে আক্রমণ করেন। তার মতে আমরা চারপাশকে যেভাবে দেখি ও সে বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসি তা একান্তভাবে আমাদের মনুষ্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত। প্রকৃত সত্য আসলে হয়তো তা নয়। পরবর্তীতে মিশেল ফুকো সত্যের এই দর্শনকে আরও আধুনিক যুগের নিরিখে ব্যাখ্যা করেছেন। ভেবে শিহরিত হতে হয় যে দার্শনিক নীটশে বিজ্ঞান ও দর্শনের চেয়ে সাহিত্য ও মিথকে সত্যের অধিক নিকটবর্তী মনে করেছেন। তার কারণ মানুষ হিসেবে জগতকে একমাত্রিক দেখার প্রবণতা দূর হয়ে সেখানে বহুমাত্রিকতা আসে। ফলে একটা গাছ বা পাখির কথা বলাকেও সেখানে অস্বাভাবিক মনে হয় না। এভাবে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে আমরা একটা বহুবিভক্ত সত্ত্বা দিয়ে বিশ্বকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি পাই। এভাবে সত্যের মুক্তি ঘটে শিল্প ও সাহিত্যে। আবার সাহিত্য রচনা আর বিজ্ঞানের আবিষ্কার এক পথে হাঁটে না। একজন বিজ্ঞানী সমস্ত জীবন ল্যাবরেটরিতে কাটিয়ে হয়তো বিজ্ঞান বিষয়ে মাত্র একটি নতুন বাক্য লিখতে পারেন,কেউ কেউ সেটাও পারেন না-হয়তো একটি বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়ে যান মাত্র।সেই একই সময়ে একজন কবি হয়তো লিখে ফেলেছেন হাজার শ্লোকের মহাকাব্য। তাই পরিমাণগত বিষয় দিয়ে বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকের তুলনা চলে না। বিজ্ঞানীর অবদান মূলত সভ্যতায় আর সাহিত্যিকের অবদান সংস্কৃতিতে। আবার স্বাভাবিকভাবেই তারা অল্পবিস্তর সংস্কৃতি ও সভ্যতাকেও প্রভাবিত করেন যা আগেই বলা হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস মূলত কৃষিভিত্তিক।কৃষিতে প্রকৃতি নির্ভরতাই বেশি বলে ভারতীয় উপমহাদেশে বৈজ্ঞানিক চিন্তা সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যপ্তি লাভ করেনি। তার পরিবর্তে তাকে খুব বেশি পরিমানে অধিকার করেছে আধ্যাত্ম ও ভাববাদ।বাঙালীর শিল্প সাহিত্যেও তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে ভাববাদই প্রধান। একারণে ব্যক্তির আবেগ,অনুভূতি, কল্পনা বিস্তৃত হয়ে এখানে গীতিকবিতার চাষই অধিক হয়েছে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ও নানা কাহিনীকাব্যে কাহিনী বর্ণনার চেয়ে ব্যক্তিমনের অনুভূতি প্রকাশের দিকেই ঝোঁক বেশি। বাঙালির দর্শনও তাই ভাববাদী অথবা বৈরাগ্যবাদী। জগতকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শুরু করেছে বাঙালি ইংরেজ শাসনের অভিঘাত থেকে। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক জাগরণের ফলেই বাংলা সাহিত্য কবিতার এককেন্দ্রিক শাখা থেকে মুক্ত হয়ে বিস্তার লাভ করেছে গল্প,উপন্যাস ও নাটকে। তাই বলে যে বাংলা সাহিত্যে ভাববাদী প্রবণতা দূর হয়েছে তা নয়। মূলত সাহিত্য তার স্বধর্ম অনুযায়ীই পুরোপুরি বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠ হতে পারে না।তাহলে সাহিত্যের মূল চরিত্রই নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের তিরিশের অতি আধুনিক কবিতাও কিন্তু ভাববাদীই। দিনশেষে আমাদের তিরিশের কবিরাও এক ভিন্নধর্মী রোমান্টিকতারই চর্চা করেছেন যেখানে বস্তুবাদ এসেছে মূলত উপকরণ হিসেবে,গন্তব্য হিসেবে নয়। বর্তমানে বিজ্ঞানের যে ব্যাপক প্রয়োগের যুগ চলছে সেখানে অন্যান্য সব উপাদানই অনুজ্জ্বল হয়ে পড়েছে। প্রযুক্তির প্রসারের ও মানুষের দ্বারা ব্যাপকভাবে তা ব্যবহারের ফলে শিল্প সাহিত্যের সামাজিক প্রভাব হয়ে পড়েছে অত্যন্ত সংকোচিত। এখন হয়তো সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করার সাথে সাথে একটি গল্প বা কবিতা বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে কিন্তু তা আর আগের মত পাঠকের মানসকে অধিকার করতে পারছে না। একদিকে যেমন সেই গল্প,কবিতার জীবন বিচ্ছিন্নতা এক্ষেত্রে দায়ী অন্যদিকে পাঠকের মন আজ অন্তর্গহনের দিকে নয় খুব বেশি ব্যবহারিক প্রয়োগের সাময়িক ভোগবাদের দিকে ঝুঁকে গেছে এটাও সত্য। বর্তমানে বিজ্ঞানের তুলনায় শিল্পচর্চা বহুগুনে পিছিয়ে গেছে। বিজ্ঞান যত উন্নত হচ্ছে তত তা মানুষের ব্যবহার উপযোগী হচ্ছে।প্রশ্ন হল ব্যাপকভাবে উপযোগিতার এই যুগে শিল্প কেন এত বোধহীন ও নির্লিপ্ত হচ্ছে? তাই সব দোষ পাঠককেই দেওয়া যায় না।আবার তার মানে উপযোগিতা সৃষ্টি করতে গিয়ে শিল্প-সাহিত্যে খুব বেশি টক-ঝাল মেশাতে হবে সেটাও নয়।মূলকথা সবদেশের সাহিত্যই বর্তমান সমাজ ও মানসকে মুদ্রিত করতে পারছে না বলেই তা পাঠকের মনোযোগ হারিয়েছে। বিজ্ঞানের সর্বব্যাপী দাপটের যুগে সাহিত্য যেভাবে নির্লিপ্ততার ভেতর মুখ গুটাচ্ছে তা মূলত এক প্রকার পলায়ন প্রবৃত্তি। সমকালকে প্রতিফলিত করলেই যে তা সাময়িক হয়ে যাবে এমন নয়। সমকালেও চিরকালের উপাদান থাকে।প্রাচীন অনেক কিছু দীর্ঘদিন পরে আবিষ্কৃত হয়ে দর্শক/পাঠকের মনকে অধিকার করে। তার কারণ সেটা নির্লিপ্ত বলে নয়,কালের চিরায়ত পদার্থকে ধারণ করতে পারে বলেই।তার মানে যা কিছু এখন পাঠক গ্রহণ করছে না তার সবই একদিন পুনরাবিষ্কৃত হবে তা নয়। আপেক্ষিক থিওরির মতো জীবনের বাইরের সত্যে অন্তত তার একটা স্থান থাকতেই হবে।

বিজ্ঞান ও সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনায় আমরা ১৯৩০ সালে সংঘটিত আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের একটি সংলাপের উল্লেখ করতে পারি। জগত বিখ্যাত এক বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকের এই বিরল সাক্ষাৎকার ও সংলাপ বিশ্ববাসীর জন্য এক স্মরণীয় ব্যাপার হয়ে আছে। বিশেষ করে দুজন যখন দুই মেরুর বাসিন্দা তখন তা আরও তীক্ষ্ণতা ও সার্বিক পর্যবেক্ষণের সুযোগ নিয়ে আসে। এই আলোচনায় সত্য নিয়ে কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বার বার সত্যকে মানবকেন্দ্রিক করে দেখতে চেয়েছেন আর আইনস্টাইন বলতে চেয়েছেন যে সত্য হল মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষ। আইনস্টাইনের মতে "সত্যকে সবসময় মানব অভিজ্ঞতার উর্ধ্বে হতে হবে। ধারণাটিকে আমি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করতে পারবো না। কিন্তু এটা আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি। একটা উদাহরণ দেয়া যাক- আমি বিশ্বাস করি পিথাগোরাসের সূত্র এমনিতেই সত্য। কোনো মানুষের চেতনা থাকুক বা না থাকুক। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য যে সত্তা বিশ্বসত্তার সাথে অদ্বৈতভাবে মিশে আছে, তাকেই সত্য বলা যায়। নইলে আমাদের নিজস্ব সত্য, যাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলা হয়, যা যুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে পাওয়া যায়, তা কখনও সত্য হতে পারে না। যাই হোক এই সংলাপ থেকে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সম্পর্ক আবিষ্কার করা দূরুহ হলেও, বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক হলেও তাদের গন্তব্য যে একই দিকে তা অনুধাবন করা যায়। একজনের কাছে বস্তুই সত্য আরেকজনের কাছে বস্তুর অভিঘাতটাই সবচেয়ে মূল্যবান। তবে কেউই বস্তু নিরপেক্ষ নন।

বিজ্ঞান মূলত কাজ করে সভ্যতার বাইরের কাঠামোকে নিয়ে আর সাহিত্য-সংস্কৃতির কাজ তার অন্তর্নিহিত মূল্যবোধকে জাগ্রত রাখা। বর্তমান পারমাণবিক অস্ত্র সজ্জিত পৃথিবীতে বিজ্ঞান কতটা মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রিত তা প্রশ্নের দাবী রাখে।

বিজ্ঞানের একটি বড় অংশ এখন ব্যবহৃত হচ্ছে প্রতিপক্ষকে ধ্বংসের পরিকল্পনার মাধ্যম হিসেবে যা অবশেষে সমস্ত মানব সভ্যতার জন্যই হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রাই শুধু নয় তার সাথে সমানতালে জরুরি মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ। সাহিত্য সামাজিক শিক্ষার দায়িত্ব না নিলেও সামাজিক মননকে অনুভূতিশীল করে রাখা, বিশ্বপুঞ্জের প্রতিটি বস্তুর মাঝে আমিত্বকে অনুভব করা--এসব বিষয় চিরকালই সাহিত্যে চর্চিত।তাই বিজ্ঞানের এই সর্বব্যাপী উৎকর্ষের যুগে সাহিত্যের বিকাশ আরও বেশি করে প্রয়োজন।তা না হলে মূল্যবোধহীন বৈজ্ঞানিক অপচর্চা শুধু মানবসভ্যতাকেই ধ্বংস করবে না বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাসকেও সে মুছে দেবে।কারণ মানুষের অস্তিত্বের বাইরে বিজ্ঞান নিজেও অস্তিত্বহীন। তাই বিজ্ঞানের দেহে সাহিত্যের অন্তরাত্মা প্রতিষ্ঠা করা আজ একান্ত জরুরি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রয়াত বিধায়ক সুরজিৎদত্তের আত্মার শান্তির জন্য বুধবার এক যগানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে তৃণমূলের মিছিল

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজ্যের আর্থিক বঞ্চনা দীর্ঘদিনের। সেই ইস্যুতে বারেবারে সোচ্চার হতে দেখা গিয়েছে রাজ্যের শাসক দলকে। এবার সরাসরি রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সামিল হল তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে মিছিল করে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস।

সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে এদিন বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে থেকে একটা প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা সহ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব সহ মহিলা কর্মী সমর্থকরা। ১০০ দিনের কাজ থেকে আবাস যোজনার বকেয়া টাকা দেওয়ার দাবি জানায় তারা। মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য ও শশী পাঁজা অভিযোগ করে বলেন, ""কেন্দ্রের বঞ্চনার ফলে অঙ্গনওয়াড়ি থেকে আশা কর্মী সকলেই বঞ্চিত হচ্ছে। আর কেন্দ্রীয় সরকার মানুষের চাহিদা থেকে নজর ঘোরাতে ধর্মের রাজনীতি করতে ব্যস্ত।""

আইএসএফ- এর সভা করার অনুমতি দিল আদালত

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : শর্ত সাপেক্ষে ধর্মতলায় আইএসএফ- এর সভা করার অনুমতি মিলল। আগামী ২১শে জানুয়ারি আইএসএফ-এর প্রতিষ্ঠা দিবস। সেদিন, ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে সভা কর্মসূচি করতে চায় তারা। সেই আবেদন জানিয়ে তারা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল।বুধবার তাদের আবোদনে সাড়া দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শর্তসাপেক্ষে মিলল অনুমতি। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ""অন্য দল সভা করতে পারলে আইএসএফ কেন নয়?" এর পরেই বিচারপতি নির্দেশ দিলেন, "সমর্থক কমিয়ে, পুলিশ বাড়িয়ে ওখানেই সভা হোক''। এদিনের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের প পর এমনটাই জানালেন বিচারপতি।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভা করতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় নওশাদ সিদ্দিকীর দল। আইএসএফ-এর অভিযোগ ছিল , পুলিশ তাদের সভার অনুমতি দিচ্ছে না। অভিযোগের প্রেক্ষিতে মামলা দায়েরের অনুমতি দেন বিচারপতি। তারপর বুধবার ছিল শুনানি। এ প্রসঙ্গে নওশাদ সিদ্দিকী জানান, ""আমরা আদালতের নির্দেশ মেনে সভা করব। আর গত বছর যে কাণ্ড ঘটানো হয়েছিল তা সম্পূর্ণরূপে ষড়যন্ত্র ছিল। তবে রাজ্য সরকার কত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করবে সেটা তাদের উপরেই নির্ভর করছে। আমরা কর্মীদের সংখ্যা কম করার চেষ্টা করব।""

মালদায় শতাব্দী প্রাচীন মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি

মালদা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রাজ আমলের শিব মন্দিরে রাতের অন্ধকারে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে।ভাঙা হয়েছে মন্দিরে থাকা হনুমানজির মূর্তি।মালদার চাঁচল ১ নং ব্লকের অলিহন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হাতিন্দা শিব মন্দিরের এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়।

অযোধ্যায় দুর্লভ মুহূর্তের সাক্ষী হতে পেরে গর্বিত শচীন্দ্রনাথ সিংহ

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): কলকাতা থেকে অযোধ্যা যাওয়ার এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ বিমান পরিষেবা চালু হল বুধবার থেকে। আর সেই বিমানে চড়েই এদিন বেলা দুটো নাগাদ কলকাতা থেকে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সম্পাদক। তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানান, ""বহু প্রতীক্ষার পর, ৫০০ বছর পর রামলালা নিজ মন্দিরে বিরাজমান হতে চলেছেন। কলকাতা থেকে আজকে অযোধ্যার যাওয়ার এয়ার ইন্ডিয়ার প্রথম ফ্লাইটে করে আমি যাব। আগামী ২২ তারিখ রাম মন্দিরে শ্রীরাম অধিষ্ঠিত হবেন। এটা খুবই আনন্দের বিষয়। সেই দুর্লভ ঘটনার সাক্ষী হতে পারছি। এটা খুবই ভালো বিষয়। যারা ৫০০ বছর ধরে এই আন্দোলন করেছেন তাদের অনেকেই আজ নেই। কিন্তু তারাও স্বর্গ থেকে দেখবেন। আর আমরা সরাসরি চর্ম চক্ষু দিয়ে দেখতে পারবো সেই ঘটনা। এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয়।""উল্লেখ্য এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ বিমানটি বেলা সাড়ে ১২ টার পরিবর্তে বেলা দুটো নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দর থেকে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত পুরীর জগন্নাথ মন্দির হেরিটেজ করিডোর

পুরী, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): পুরী তথা গোটা দেশবাসীর দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হয়ে গেল। বহু প্রতীক্ষিত পুরী "শ্রীমন্দির পরিক্রমা প্রকল্প" অথবা ওডিশার জগন্নাথ মন্দির হেরিটেজ করিডোর প্রকল্প বুধবার জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

মহাযজ্ঞের পূর্ণ আহুতি শেষ হওয়ার ঠিক আগে মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক ৮০০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

ওডিশা সরকার পুরীকে আন্তর্জাতিক মানের ঐতিহ্যশালী শহরে পরিণত করতে যে প্রকল্প বাস্তবায়িত করছে, তারই অঙ্গ হিসেবে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক বুধবার জগন্নাথ মন্দির হেরিটেজ করিডোরের উদ্বোধন করেন।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৮ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি. স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমার প্রবণতা রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড ব্যারেল প্রতি ৭৮ ডলারের কাছাকাছি এবং ডব্লু টি আই ক্রুড প্রতি ব্যারেল ৭২ ডলারের কাছাকাছি। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি বুধবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৬.৭২ টাকা, ডিজেল ৯০.০৮ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৬.৩১ টাকা, ডিজেল ৯৪.২৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা, ডিজেল ৯২.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৪ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের তৃতীয় দিনে প্রথম দিকে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.৪৭ ডলার বা ০.৬০ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৭.৮২ ডলারে রয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ০.৫৩ ডলার বা ০.৭৩ শতাংশ কমে ৭১.৮৭ ডলারে লেনদেন করছে।

"আমি সুভাষ বলছি....'-র মতো বার্তা পাঠাচ্ছে শাহজাহান, পুলিশ কী করছে", প্রশ্ন ইডি-র

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : সন্দেশখালিকাণ্ডে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানকে ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে তুলনা করল ইডি। অন্যদিকে, ইডি ব্যঙ্গ করে তুলনা করল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে। কলকাতা হাই কোর্টে ইডির আইনজীবী বলেন, "ওসামা বিন লাদেনের মতো ভয়েস মেসেজ করছেন শাহজাহান। তার পরেও পুলিশ খুঁজে পাচ্ছে না?" সে সময় ইডি বলে, 'আমি সুভাষ বলছি....'-র মতো বার্তা পাঠাচ্ছে শাহজাহান। পুলিশ কী করছে?" এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারেননি? এদিন এজলাসে বিচারপতির এই প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের কেঁ শুলি বলেন, "খোঁজ চলছে"।

ইডির উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, একটা ক্ষমতাশালী কেন্দ্রীয় সংস্থা হয়ে আপনারা ধরতে পারছেন না। কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নিয়েও ধরতে পারছেন না। আর সিবিআই গ্রেফতার করতে পারবে, এটা মনে করছেন? ইডি জবাবে বলে, দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করছে ইডি। এই ঘটনায় গত ১২ দিন ধরে পুলিশ ধরতে পারনি।

বুধবার সন্দেশখালি মামলার শুনানিতে কলকাতা হাই কোর্ট নির্দেশ দেয় সিবিআই এবং রাজ্যকে এক জন করে এসপি পদমর্য্যাদার অফিসারের নাম দুপুরে আদালতে জমা দিতে হবে। বিকেলে রায় ঘোষণা করবে হাই কোর্ট।

সন্দেশখালি মামলায় ইডির হয়ে কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) এসভি রাজু এবং আইনজীবী ধীরাজ ত্রিবেদী সওয়াল করেন। রাজ্যের তরফে ছিলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) কিশোর দত্ত এবং আইনজীবী অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমবায় ব্যাঙ্কের প্রশংসায় পঞ্চমুখ অমিত শাহ, পদক্ষেপের কথাও জানালেন কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : সমবায় ব্যাঙ্কের ভূয়সী প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, 'সমবায় ব্যাঙ্কগুলি এত ভালো কাজ করছে।

মানুষজনকে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলবেন, তাঁরা সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে পড়াশোনার জন্য ঋণ পেয়েছেন।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ বুধবার নতুন দিল্লির নাওরোজি নগরের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলির রেজিস্ট্রারের নতুন কার্যালয় ভবনের উদ্বোধন করেন।

এরপর তিনি বলেছেন, 'সমবায় মন্ত্রক গঠনের আগে, সমবায় সমিতিগুলির কেন্দ্রীয় নিবন্ধকের পর্যাপ্ত কর্মী ছিল না, কোনও কম্পিউটারাইজেশন ছিল না এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আইন অথবা নিয়ম পরিবর্তন করা হয়নি এবং সেই পরিস্থিতিতে মাল্টি-স্টেট সমবায় সমিতিগুলি কাজ করছিল।' অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'সমবায় মন্ত্রক গঠনের পর, ৯৮-তম সংশোধনী অনুসারে মাল্টি-স্টেট সমবায় সমিতি আইনে সমস্ত পরিবর্তন করা হয়েছে। কপোরেট সোসাইটি পরিচালনার জন্য বেশ কিছু সমস্যা ছিল। যাইহোক, মাল্টি-স্টেট কো-অপারেটিভ সোসাইটি (সংশোধন) আইন, ২০২৩ এই ধরনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করেছে।'

২২শে মমতার অভিযান নিয়ে তথাগতর প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): অযোধ্যায় আগামী ২২ জানুয়ারি রামমন্দিরের শুভযাত্রার দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে পাল্টা অভিযানের ডাক দিয়েছেন, তা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বুধবার তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ''আজ সারা ভারত চেয়ে আছে অযোধ্যার দিকে, বাইশে জানুয়ারির দিকে। তাই না দেখে, আমাদের মাননীয়া ওই একই দিনে কলকাতায় কি-একটা আয়োজন করছেন। শুনে একটা পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল।

উনিশশো-সত্তরের দশকের শেষের দিকে সেই সময়কার সর্বশক্তিমান সিপিএম 'মানব বন্ধন' নাম একটা তামাশার আয়োজন করেছিল, এবং সেটা যথাযথভাবে পালনও করেছিল। তার দেখাদেখি তখনকার একমাত্র বিরোধী, কিন্তু হীনবল কংগ্রেসও একই রকম একটা ছোট স্কেলে আয়োজন করল।পরের দিন আনন্দবাজারে (সম্ভবত গৌরকিশোর ঘোষ) মন্তব্য ছিল, "গাড়ল আর কাকে বলে"?

হায়, সেই সাংবাদিকতা আজ কোথায়?''

হিমাংশু মণ্ডল লিখেছেন, "'কপি ক্যাট দিয়ে চলে না, কিছু নিজস্ব উদ্যোগের প্রয়োজন দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্য।'' অর্পণ চক্রবর্তী লিখেছেন, ''স্যার আজ যদি কোনো সাংবাদিক 'গাড়ল আর কাকে বলে' লেখে তাহলে তার সাথে কি হতে পারে একটা বাচ্চাও জানে ...

আর সেরকম লেখনী এবং সাহসী সাংবাদিক আজ বঙ্গে বিরল।''

প্রসঙ্গত, আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেদিন রাজ্যে পাল্টা কর্মসূচি তৃণমূল কংগ্রেসের। সেদিন রাজ্যজুড়ে সংহতি মিছিল করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন থেকে মঙ্গলবার এই ঘোষণা করেছেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে এই মিছিল করা হবে। মিছিল শেষে সভা হবে পার্ক সার্কাস ময়দানে।

বিপাকে বড় দোকানিরা, হকার নিয়ন্ত্রণের দাবিতে বন্ধ নিউ মার্কেট

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): কলকাতার রাস্তায় ছেয়ে গিয়েছে হকার। পথে ঘাটে সাধারণ মানুষের চলা দায়। অন্যদিকে যত্র তত্র হকার বসে যাওয়া বিপাকে পড়ছেন বড় দোকানিরা। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের দ্বারস্থ হয়েছেন তারা। কিন্তু সুফল না মেলায় এবার নিউ মার্কেট এলাকায় বড় দোকানিরা দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল। তবে শুধুমাত্র বুধবার সকাল থেকে বেলা তিনটে পর্য্যন্ত বন্ধ রাখা হয়। জয়েন্ট ট্রেডার্স ফেডারেশন, হগ মার্কেট ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন—সহ নিউ মার্কেট চত্বরের দশটি ব্যবসায়ী সংগঠনের ডাকে এই বন্ধ পালিত হয়। তাদের দাবি অবিলম্বে হকার নিয়ন্ত্রণ আইন চালু করতে হবে পুরসভাকে।

শাড়ি পরার ধরণ, বিতর্ক উস্কে দিলেন তসলিমা নাসরিন

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): যুগান্তরের সাথে সাথে বদলে যাচ্ছে পোষাকের নকশা বা পরার ধরণ। কিন্তু শাড়ি কি ক্রমেই তার মর্য্যাদা হারাচ্ছে? নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন উস্কে দিলেন সেই বিতর্ক। সামাজিক মাধ্যমে এ নিয়ে সরব হয়েছেন নেটনাগরিকদের একাংশ।

তসলিমা লিখেছেন, ''নিউজে দেখলাম আমীর খানের মেয়ের বিয়েতে সেজেগুজে বলিউডের নায়ক নায়িকারা এসেছেন। নায়কদের পরণে পুরোনো কায়দার পোশাক। কিন্তু দু''একজন নায়িকার পরণে নতুন ধরণের শাড়ি। ডিজাইনাররা নতুন ধরণের শাড়ি বানাচ্ছেন, এবং সেসব শাড়ি পরার ঢংও নতুন। শাড়ির আঁচল ব্লাউজের ওপর দিয়ে নয়, বরং বাহুর এক পাশ দিয়ে যাচ্ছে। দেখলে পোশাকটাকে শাড়ি বলে মনে হয় না। শাড়ি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বলে কি শাড়িকে বাঁচানোর কায়দা এটা? আমি জানি না পরিধানে নতুনত্ব এনে শাড়িকে বাঁচানো যাবে কি না। হয়তো নতুন প্রজন্মের মেয়েরা সেক্সি লুক আসবে ভেবে এভাবে পরবে শাড়ি। এভাবে পরুক, বা প্রাচীন গ্রীকদের মতো পরুক, ব্লাউজ বাদ দিয়ে পরুক, পেটিকোট ছাড়া পরুক, তবু পরুক। এত চমৎকার একটা পোশাক শীঘ্র বিলুপ্ত না হোক। শাড়িটা আরও দীর্ঘকাল বেঁচে থাকুক।''

পোস্ট করার ১০ ঘন্টা পর বুধবার সকাল সাড়ে ন'টায় তসলিমার এই পোস্টে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২ হাজার ৩০০, ১৮৪ ও ১৭। বেলা সওয়া তিনটায় এই তিন সংখ্যা হয়েছে যথাক্রমে ৩ হাজার, ২২৯, ১৯। অমিত চক্রবর্তী লিখেছেন, ''যথার্থই বলেছেন আপনি।'' নন্দিতা তিতলি লিখেছেন, "খুব ভালো লিখেছেন দিদি।" এমন সুন্দর পোশাক প্রায় বিলুপ্তির পথেই। আমরা নিজেরাই দায়ী এর জন্য। বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান ছাড়া শাড়ি প্রায় পরাই হয়না। জড়িয়ে থাকুক বাঙালি নারীর সাথে শাড়ি।" রুজাইফা খান লিখেছেন, "আপনার শাড়িগুলোও খুব সুন্দর। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি।"

মালিহা পারভিন লিখেছেন, "আপা, আমি শাড়ি ছাড়া কোনো কাজে কনফিডেন্স পাই না।

মেঘা ঘোষ লিখেছেন, ''শাড়ি বাঁচানোর এত আধুনিক প্রয়াস সত্যি বিস্ময়কর!"

বিনয় মণ্ডল লিখেছেন, "ধন্যবাদ গঠনমূলক আলোচনার জন্য।" আরাবিয়া তানজিল নিশি লিখেছেন, "শাড়ি কখনো যেনো বিলুপ্ত না হয়।

শাড়ি হলো সবচেয়ে সুন্দর একটি পোশাক।"

সঞ্চারি দে লিখেছেন, "সুন্দর করে বলেছেন কথাগুলো।" শ্রীকান্ত প্রামানিক লিখেছেন, ''একজন তাঁতি (শাড়ি প্রস্তুতকারী) হিসেবে বলছি আপনার কথা খুব ভালো লাগল, যাই করুন এই শিল্পটাকে বাঁচান। এই শিল্পটার অবস্থা একদম ভালো নয়। বর্তমান সময়ে শুনেছেন কোন কাজের মজুরি কমে যায়। হ্যাঁ এটাই হচ্ছে আমাদের তাঁতিদের সাথে। তাই পরিস্থিতি এমনই দিকে যাচ্ছে যে ভবিষ্যতে হয়তো ইচ্ছে থাকলেও আর কেউ শাড়ি পড়তে পারবেন না। কারণ শিল্পীরা যদি না থাকে শিল্পটাও আর থাকবে না।"

শিল্পী দাস ঘোষ লিখেছেন, "আমার ভালো লাগে শাড়ি পরতে তাই যে যাই বলুক যাই পরুক আমি তো শাড়ি পরি আর আপনার শাড়িগুলো খুবই সুন্দর আর পরলে ভালো লাগে। শাড়ি নিয়ে অনেক কথা থাকে যেগুলো বলা হয়না আমার বাবা তাঁতী ছিল কত শাড়ি কত রকমের তাই কোনো জানিনা আমার শাড়ি কিনতে আর পরতে অন্যরকম অনুভুতি হয় তাই শাড়ি বেচেঁ থাক সবসময় সব নারীর মধ্যে।"

সৌমিতা মুখার্জি লিখেছেন, "এই জেনারেশনের অনেক মেয়েই কিন্তু শাড়ি পরতে ভালোবাসে... মনে হয় না, এত তাড়াতাড়ি বিলুপ্ত হবে।" পম্পা বর্মণ লিখেছেন, "শাড়ি খুবই পছন্দের পোশাক।" সুনয়না ভৌমিক লিখেছেন, "হবে না বিলুপ্ত। শাড়ি থাকবে, থাকবেই।'' মহুয়া বসু সেন লিখেছেন, "শাড়ি ছিল, আছে, থাকবে"।

রাজশ্রী বড়ুয়া লিখেছেন, "শাড়ির মতো এত সুন্দর একটা পোশাক আর আছে? শাড়িতে বাঙালী নারী সম্পূর্ণ আলাদা। আমার যত মুগ্ধতা শাড়িতে।" রুমা দাস লিখেছেন, "শাড়ি প্রেমিক হয়ে উঠুক সকল নারী।'' তানভিয়া আজিম লিখেছেন, "শাড়ির মতো সুন্দর পোশাক হয় না।" সুস্মিতা কর্মকার লিখেছেন, "বিলুপ্তির প্রশ্নই নেই! শাড়ির ব্যাবসা রমরমিয়ে চলছে। হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা দামের শাড়ি সবাই হুড়মুড়িয়ে কিনছে। পরি হয়ত কম কিন্তু কিনি অনেক!"

আমিনা রহমান লিখেছেন, "শাড়ি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। শাড়ি একজন নারীকে অনন্য করে তোলে। আর সেই শাড়িকে নিয়ে আধুনিকতায় একি হাল সেটা বোধগম্য নয়। আপনি আরও লেখেন যাতে শাড়ি তার নিজস্ব জায়গায় থাকে। আমি একজন ফ্যাশন ডিজাইনার হিসেবে সেটাই কামনা করি।"

শান্তা রায় লিখেছেন, "কী যে বলেন, শাড়ি নাকি বিলুপ্ত হবে! শাড়ির জন্য পাগল হয়ে যাই আমরা। মানব জাতি যত দিন থাকবে শাড়িও তত দিন বাঁচবে।" এলা দাস লিখেছেন, "শাড়ি শুধু একটা পোশাক নয় শাড়ি সৌন্দর্য্য এর প্রতীক। শাড়ি একটি ভালবাসা। প্রতিটি বাঙালি নারীকে শাড়িতে অপুর্ব লাগে।'' মন্টি সরকার লিখেছেন, ''বাঙালি মেয়েরা শাড়ী কে বিলুপ্ত হতে দেবে না।'' চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য লিখেছেন, ''শাড়ি তো বেঁচে থাকবেই।এত সুন্দর পোশাক।কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক একটা কথা বলছি, বাঙালি পুরুষের ধুতি পাঞ্জাবি উঠে গেলো। কি সুন্দর যে ছেলেদের লাগে।"

অনিন্দিতা বসু বিশ্বাস লিখেছেন, "শাড়ি কোনদিনও বিলুপ্ত হবে না। আধুনিক প্রজন্ম শাড়িকে বড্ড ভালোবাসে, হয়তো কাজে সুবিধা জন্য অন্য পোশাক পরে কিন্তু সব সময় শাড়ি পড়ার ইচ্ছা মনের মধ্যে থাকে। আর আমরা তো শাড়ি পাগল। দক্ষিণ ভারতীয় মেয়েদের দেখবেন শাড়ির স্থান কোথায়?" সোমা দত্ত লিখেছেন, ''আমি সবসময় একটা কথা বলি, শাড়ি আর গয়না পছন্দ নয় এমন কথা যে মেয়ে বলবে সে ডাহা মিথ্যা বলবে, অন্য অনেক রকমের পোশাক আশাক পরিধান করতে পারে কিন্তু ভারতীয় নারীদের শাড়ির ওপর টান থাকবেই,পরুক না পরুক কিনবেই যেমন আমি, জোর গলায় বলি শাড়ি গয়নার ওপর আমার অনেক মোহ মায়া, ওই মোহমায়া আমি ত্যাগ করতে পারব না একেবারে।"

দীপাঞ্জন দত্ত লিখেছেন, "ভারতে শাড়ি বিলুপ্ত হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। যেকোন বিয়ে ইত্যাদি উৎসবে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, শাড়ি ছাড়া অন্য ড্রেস ভাবাই যায় না। শাড়ির মতন গর্জাস লুক আর কোন পোষাক দিতে পারে?

পিওর সিল্ক, শিফন, জর্জেট, পাটোলা, বাঁধনি, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, সম্বলপুরি, ইত্যাদি কত রকমের শাড়ি আছে। পরার স্টাইলেও কত ভ্যারাইটিজ। শাড়ি হারিয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা অন্তত ভারতে নেই। বাংলাদেশের ব্যাপার আলাদা, কয়েক মাস আগে ঢাকাতে গিয়ে অবাক হয়েছিলাম দেখে যে, মহিলারা কেউ শাড়ি পরছেনই না। এমনকি বিয়ে বাড়িতেও না।"

সবাই যে সহমত হয়েছেন, তা নয়! মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম লিখেছেন, "আমাদের এলাকায় আগে অনেক মহিলাদের দেখতাম ব্লাউজ ছাড়াই শাড়ি পরতে। মাঠে ঘাটে যেখানেই যেতো ওই ব্লাউজ ছাড়াই। এখনকার মেয়েরা বোরখা হিজাব পরে। শাড়ি পরতেই চায় না। অথচ বোরখা হিজার বাঙালির কালচার সংস্কৃতির সাথে বড্ড বেমানান। সৌদি আরব বাংলাদেশে থেকে হাজার হাজার মহিলা গৃহকর্মী তাদের দেশে নিয়ে যায়। ওই সব মহিলারা সবাই সৌদিতে বোরখা হিজাব পরিধান করেই যায়। কিন্তু সমস্যা হলো অধিকাংশ ওই সব বোরখা হিজাব পরা মহিলারা বাংলাদেশ ফেরত আসার সময় প্রে গনেন্ট হয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসে। বোরখা হিজাব তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনা নবীর দেশের পুরুষদের ধর্ষনের হাত থেকে।"

রুদ্র রহমান লিখেছেন, "পোশাক পরিধান করা এটা তাদের ব্যক্তিগত অধিকার।" রেজাউল করিম রেজা লিখেছেন, "পোশাক যদি মানুষের কর্ম পরিবেশ সহায়ক এবং ভৌগোলিক অবস্থান জলবায়ুর উপর নির্ধারিত হয় তবে বিলুপ্তিকে মেনে নিতে হয়।" মহম্মদ সাহাবুদ্দিন লিখেছেন, "শাড়ি নিয়ে এত লম্বা লম্বা কথা কেন? যে যার মতে পড়বে তাতে কি? তুমি ভাল থাক। তোমার বাবুদের ধর্মের কাহিনি নিয়ে ভালো থাক ধন্যবাদ।"

অজিত পাটোয়ারি লিখেছেন, ''যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তন আসুক সেটা ভাষা বা পোশাক আশক বা যা কিছুই। কিন্তু শাড়িতে একটু পরিবর্তন আসলে কেনো প্রশ্ন দিদিমণি?"

ফারজাহান রহমান শাওন লিখেছেন, "প্রাচীন ভারতে এরকম এবং আর বহু রকম ভাবেই শাড়ী পরত মেয়েরা। এখন যেভাবে আমরা শাড়ী পরি সেটা যত সভ্য হয়েছি আমরা তত বদলে বদলে এই চেহারা ধারণ করেছে। ভারতের নানান রাজ্যেই তো শাড়ী পরার ধরণে ভিন্নতা আছে।"

বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বামেরা বুধবার এক বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচির আয়োজন করেন। ছবি- নিজস্ব

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ওজন ঝরাতে স্বাস্থ্যকর স্যালাড বানাতে পারেন ডিম দিয়ে

নিয়মিত শরীরচর্চা করেন। শারীরিক তেমন কোনও সমস্যা নেই। এই সব ক্ষেত্রে পুষ্টিবিদেরা খাবারের তালিকায় রোজ একটি করে ডিম রাখতে বলেন। শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি মেটাতে, অনেক ক্ষণ পর্যন্ত পেট ভর্তি রাখতে জিমের প্রশিক্ষকেরাও একই পরামর্শ দেন। তবে ডিম ভাজা বা পোচ নয়, এ ক্ষেত্রে ডিম সেদ্ধ খাওয়াই শ্রেয়। কিন্তু রোজ সেদ্ধ ডিম খেতে অনেকেই পছন্দ করেন না। এ দিকে, সকালের জলখাবারে খুব বেশি সময় দিয়ে রান্না করাও সম্ভব হয় না অনেকের পক্ষে। অথচ শরীরে প্রোটিনের, ক্যালশিয়ামের জোগান ঠিক রাখতে পারে ডিম। এ ছাড়াও ডিমে রয়েছে কোলিন, ভিটামিন বি১২, ভিটামিন এ এবং ডি। তাই প্রতি দিন অন্তত একটি করে ডিম খাওয়া আবশ্যক। রন্ধনশিল্পীরা বলেন, সেদ্ধ ছাড়াও

ডিম খাওয়ার স্বাস্থ্যকর উপায় হল স্যালাড। কাজে বেরোনোর আগে কম সময়ে চটজলদি কী ভাবে তৈরি করবেন ডিমের স্যালাড? তার প্রণালী রইল এখানে।

উপকরণ ডিম: ২টি পেঁয়াজপাতা: সামান্য গোলমরিচ: আধ চা চামচ চিলি ফ্লেক্স: আধ চা চামচ লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ লেটুস পাতা: ২-৩টি প্রণালী ১) প্রথমে ডিম সেদ্ধ করে নিন। খেয়াল রাখবেন ডিম যেন ভাল ভাবে সেদ্ধ হয়। ২) এ বার সেদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নিন। ৩) একটি পাত্রের মধ্যে টুকরো করা ডিম, পেঁয়াজ পাতা এবং লেটুস কুচি করে দিয়ে দিন। ৪) স্বাদ অনুযায়ী নুন, গোলমরিচ এবং চিলি ফ্লেক্স যোগ করুন। ঝাল খেতে অসুবিধা হলে চিলি ফ্লেক্সের বদলে অরিগ্যানো বা অন্য কোনও মশলা দিতে পারেন। ৫) সব শেষে উপর থেকে লেবুর রস ছড়িয়ে সব উপকরণ ভাল ভাবে মিশিয়ে নিন।

বাতের ব্যথায় মাটিতে পা ফেলা দায়?

বাতের ব্যথা এখন ঘরে-ঘরে। বয়সের আগেই এই সমস্যার শিকার অনেকেই। অনিয়মিত, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, বংশগত কারণ, রোগের প্রভাব, ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে আর্থারাইটিসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। চিকিতাতো আছেই, কিন্তু জানেন কি এমন কিছু ফল রয়েছে যা কমায় আর্থারাইটিসের ঝুঁকি?

জেনে নিন এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ডায়েটে যোগ করবেন কী-কী খাবার

আপেল: কথাতেই আছে, "আন অ্যাপেল অ্যা ডে, কিপস দ ডক্টর অ্যাওয়ে।" অর্থাতশরীরের জন্য আপেল ভীষণ উপকারি একটি ফল। আর্থারাইটিসের জন্যও এই ফলের জুড়ি নেই। এতে প্রদাহরোধী বৈশিষ্ট রয়েছে। যা ব্যথা কমায়। এছাড়া এতে উপস্থিত কোয়ারসেটিন দ্রুত ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।

চেরি: টার্ট চেরি বাতের জন্য অতন্ত কার্যকর। এতে অ্যান্থোসায়ানিন রয়েছে। যা চটজলদি বাতের বথা কমাতে সাহায্য করে।

আনারস: আনারসে রয়েছে ব্রোমেলিন। যা যেকোনও ধরনের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। জয়েন্টের ব্যথা থেকে দ্রুত মুক্তি দেয় এই ফল। অবশ্যই ডায়েটে যোগ করুন এই ফল।

কমলালেবু: ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের একটি ভাল উত হল কমলালেবু। এছাড়াও রয়েছে অক্সিডেটিভ, যা আর্থারাইটিসের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে কমলালেবু। তাই বেশি করে কমলালেবু খান।

ব্লুবেরি: ভরপুর পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এই ফল শরীরের প্রদাহ কমায়। এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্থোসায়ানিন, যা বাতের ব্যথা কমায়।

মাছ: বাতের ব্যথা থেকে দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে ওমেগা-থ্রি ফাটি অ্যাসিডযুক্ত মাছ। এক্ষেত্রে আপনি খেতে পারেন চিংড়ি, কাঁকড়া। বিশেষজ্ঞদের মতে, সপ্তাহে অন্তত ৩-৪ দিন এই ধরনের মাছ খাওয়ার চেষ্টা করুন। কিছু গবেষণা বলছে, টানা আট সপ্তাহ এই ধরনের মাছ খেলে যেকোনও ধরনের প্রদাহ কমে। যার সঙ্গে যোগ রয়েছে বাতের ব্যথারও।

রসুন: আদিকাল থেকে বাতের ব্যথার উপশম হিসেবে ববহার হয়ে আসছে রসুন। বাতের ব্যথায় আরাম পেতে তাই রসুন তেল মালিশ করার চল রয়েছে অনেক বাড়িতেই। তবে শুধু মালিশ করলেই হবে না। এর পাশাপাশি গোটা রসুন খেলেও উপকার পাবেন।

আদা: রসুনের মতো আদাতেও প্রদাহরোধী গুণ রয়েছে। যা বাতের ব্যথা থেকে আরাম দেয়। খাবারের সঙ্গে বা গোটা আদা চিবিয়ে খেয়ে দেখুন, উপকার পাবেন।

ব্রোকোলি: ব্রোকোলি শরীর থেকে ক্ষতিকারক টক্সিনকে বাইরে বের করে দিতে সাহায্য করে। ফলে শরীর সুস্থ থাকে ও বথাও কমে।

পালং শাক: হাজার গুণে ভরপুর পালং শাক বাতের ব্যথা থেকও দ্রুত আরাম দিতে সাহায্য করে।

আঙুর: বাতের ব্যথা থেকে দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে ওমেগা-থ্রি ফাটি অ্যাসিডযুক্ত মাছ। এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিৎসা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

সপ্তাহখানেক আগে আটা মেখে রাখলেও কালো হবে না

রাতে রুটি খান অনেকেই। প্রতি দিনই রুটি বানাতে হয় বলে খাটনি কমাতে অনেকেই একেবারে আটা মেখে রেখে দেন। তাতে সময়ও বাঁচে। পরিশ্রমও কম হয়। আটা মাখা থাকলে খুব বেশি চিন্তাও হয় না। খাওয়ার আগে গরম গরম রুটি সেঁকে নিলেই হল। কিন্তু আটা মেখে রাখলে বেশি দিন ভাল থাকছে কি না, সেটাও দেখা জরুরি। দীর্ঘ দিন কী ভাবে ভাল রাখবেন আটা মাখা?

১) আটা মাখার সময় জলের সঙ্গে অল্প তেল অথবা ঘি মিশিয়ে নিন। আটা বেশ নরমও হবে। আর এ ভাবে মেখে রেখে দিলেও অনেক দিন ভাল থাকবে।

২) আটা মেখে একটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মুড়ে রেখে দিতে পারেন। এতে আটা নরম থাকবে। শক্ত হয়ে যাবে না। এ ছাড়াও প্লাস্টিকের বাক্সেও ভরে রাখতে পারেন। সে ক্ষেত্রে দিনে এক বার কিছু ক্ষণের জন্য বাক্সের ঢাকনা খুলে রাখতে হবে।

৩) আটা মাখার পর মণ্ডটি বায়ুরোধী বাক্সে ভরে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। দেখবেন কোনও ভাবে যাতে হাওয়া না ঢোকে। এমন ভাবে রাখলে বেশ কিছু দিন ভাল থাকবে।

৪) আটা মেখে রেখে দেওয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে পারেন জিপলক ব্যাগ। আটা মাখার কিছু ক্ষণ পর মণ্ডটি ব্যাগের মধ্যে রেখে দিন। আবার রুটি করার কিছু ক্ষণ আগে বার করে নিন।

৫) স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় আটা মেখে রাখবেন না। তাতে আটা কালো হয়ে যেতে পারে। তার চেয়ে রান্নাঘরেরই শুকনো কোনও জায়গায় বাক্সতে ভরে রেখে দিন।

শ্বাসকষ্ট আছে বলে শরীরচর্চা করেন না?

শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকলে দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছুতেই বিধিনিষেধ চলে আসে। বিশেষ করে শরীরচর্চার সময় বাড়তি সতর্ক থাকা জরুরি। শ্বাসকষ্টের সমস্যা যাঁদের রয়েছে, একটু ভারী কাজ করলেই তাঁরা হাঁপিয়ে ওঠেন। সেখানে দীর্ঘ ক্ষণ শরীরচর্চা করলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। শরীরচর্চার মাঝে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ার সমস্যাটিকে চিকিতা পরিভাষায় বলা হয় "এক্সারসাইজ ইনডিউসড অ্যাজমা" (ইআইবি)।

শরীরচর্চার সময় শ্বাস নিতে সমস্যা হওয়া, হাঁচি, কাশি, শারীরিক অস্বস্তি হল "ইআইবি"-র উপসর্গ। তবে ঝুঁকি এড়াতে শরীরচর্চা বন্ধ করে দেওয়া বোকামি। তার চেয়ে কয়েকটি উপায় মেনে চললে শরীরচর্চা করলেও সমস্যা হবে না।

১) শরীরচর্চার আগে হালকা "ওয়ার্ম আপ" করে নিন। ব্যায়াম করার আগে স্ট্রেচিং করে নিলে উপকার পেতে পারেন। শুরুতেই যদি শরীরচর্চা শুরু করে দেন, তা হলে মুশকিলে পড়তে পারেন।

২) শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকলে শরীরচর্চা করতে পারবেন কি না, সেটা একমাত্র চিকিৎসকই বলতে পারবেন। তাই সবচেয়ে ভাল হয় এ বিষয়ে যদি চিকিৎসকের পরামর্শ নেন। সঙ্গে ইনহেলার রাখতে ভুলবেন না। শরীরচর্চা করতে গিয়ে যদি বুঝতে পারেন কষ্ট হচ্ছে, তাহলে তখনি ব্যায়াম করা বন্ধ করুন। জোর করে না করাই ভাল।

৩) ভারী শরীরচর্চার বদলে সাঁতার কাটতে পারেন। এতে শারীরিক পরিশ্রম হয় বটে, তবে অন্যান্য শরীরচর্চার মতো নয়। জলের উপর হালকা করে হাত-পা চালিয়ে সাঁতার কাটলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

সকালে জলখাবারের সঙ্গে কলা খেলে কি বেড়ে যাবে

ডায়াবেটিসের রোগীরা সব ধরনের খাবার খেতে পারেন না। খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা মেনে চলতে হয়। এমনকী সব ধরনের ফলও খেতে পারেন না ডায়াবেটিকরা। তবে, এমন অনেক ফল রয়েছে, যার গ্লাইসেমিক সূচক কম। সেগুলো ডায়াবেটিসের রোগীরা খেতে পারেন। আবার অনেক ফলের মধ্যে ফ্রুক্টোজ রয়েছে, যা এক ধরনের প্রাকৃতিক শর্করা।

সেগুলো এড়িয়ে যেতে হয়। কিন্তু এ বিষয়টি সব ধরনের ফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন, ডায়াবেটিসের রোগীদের কলা খেতে বারণ করা হয়। কিন্তু কলা ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য উপকারী নাকি ক্ষতিকারক, সেটা কি জানেন?

স্বাদে মিষ্টি এবং শর্করা ও কার্বসে পরিপূর্ণ থাকে কলা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কলা ব্রেকফাস্টে খাওয়া হয়। কিন্তু কলা খেলেই কি রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়? নাকি ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য উপকৃত কলা? চলুন জেনে নেওয়া যাক।

মাঝারি সাইজের কলার মধ্যে থাকে ৬ গ্রাম স্টার্চ এবং ১৪ গ্রাম শর্করা। কিন্তু কলা গ্লাইসেমিক সূচক অনেক কম। কলার পরিমাণে উচ্চ পরিমাণে কার্বোহাইড্রেটেড রয়েছে। যে সব খাবারে কার্বোহাইড্রেটেড রয়েছে, সেগুলো খেলে চড়চড়িয়ে বেড়ে যায় রক্তে শর্করার মাত্রা। তা সত্ত্বেও সুগার রোগীদের জন্য উপযুক্ত কলা। তার কারণে শর্করা ও কার্বস ছাড়াও কলায় ভরপুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে। এই ফাইবার ডায়াবেটিসের রোগীদের নানা উপায়ে উপকৃত করে। তবে, আপনাকে সীমিত পরিমাণে কলা খেতে হবে।

শর্করা ও কার্বসের পাশাপাশি মাঝারি সাইজের কলার মধ্যে ৩ গ্রাম ফাইবার থেকে। ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য এই ফাইবার উপযুক্ত। এই ফাইবার হজমে সাহায্য করে এবং কার্বস শোষণে সাহায্য করে। কলা খাওয়ার পর আপনার মনে হতে পারে যে, রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু এটা সাময়িক। বরং, কলা খেলে আপনার রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণে থাকে।

তবে, সুগার রোগীদের সীমিত পরিমাণে কলা খেতে হবে। তাছাড়া কলার সাইজের উপরও নির্ভর করছে আপনার সুগার লেভেল বাড়বে কি না। পুষ্টিবিদদের মতে, মাঝারি সাইজের কলা খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কোনও ভয় নেই। যত বড় সাইজের কলা খাবেন, তত বেশি শরীরে কার্বসের পরিমাণ বাড়বে, যা সুগার রোগীদের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়।

রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি কলার আরও গুণ রয়েছে। কলার মধ্যে ফাইবারের পাশাপাশি পটাশিয়াম, ভিটামিন বি৬ ও ভিটামিন সি এবং বেশ কিছু অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। কলা খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং হার্টের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এছাড়া পেট পরিষ্কার করতে ও অন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে কলা। তাই রোজ কলা খেলেও কোনও ক্ষতি নেই।

ডায়েট কোক থেকেও হতে পারে ক্যানসার

অ্যাসপারটেম নামক কৃত্রিম চিনি থেকে হতে পারে ক্যানসারের মতো মারণরোগ, সম্প্রতি ওয়াসিংটন পোস্টের একটি প্রতিবেদনে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। এক মাস আগেই কৃত্রিম চিনির বহুল ব্যবহার নিয়ে সতর্ক করেছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। রয়টার্সের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে হু-এর ক্যানসার গবেষণা সংস্থা আগামী মাসেই অ্যাসপারটেমকে কার্সিনোজেন (ক্যানসার সৃষ্টিকারী যৌগ) বলে ঘোষণা করবে। ১৯৮১ সালে আমেরিকার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) অ্যাসপারটেম ব্যবহারের অনুমোদন দেয়। অনুমোদনের পর থেকে পাঁচ বার এর নিরাপত্তা পর্যালোচনা পর্ব চলেছে। ভারত-সহ আরও ৯০ টি দেশে এই কৃত্রিম চিনি ব্যবহার করা হয়। কোকো কোলার ডায়েট কোক, মার্স এক্সট্রা চুয়িংগামে অ্যাসপারটেম ব্যবহার করা হয়। অ্যাসপারটেমে ক্যালোরির মাত্রা শূন্য। এক চামচ চিনির তুলনায় এটি ২০ গুণ বেশি মিষ্টি। ৯৫ শতাংশ কার্বোনেটেড নরম পানীয়তে অ্যাসপারটেম ব্যবহার করা হয়। বাজারে যে সব "ইনস্ট্যান্ট টি" বা তৈরি করা চা পাওয়া যায় তার মধ্যে ৯০ শতাংশতেই এই যৌগ থাকে। ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (এফেসএসএআই) নির্দেশ অনুযায়ী যে খাবার কিংবা পানীয়তে অ্যাসপারটেম ব্যবহার করা হবে, তাদের বাইরের কভারে যৌগটির নাম অবশ্যই লিখতে হবে। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই নরম পানীয় প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি এর বিরোধিতা শুরু করেছে। তাদের দাবি, এই খবরের প্রভাবে সাধারণের চিনি খাওয়ার প্রবণতা আরও বাড়বে, ফলে শরীরের আরও বেশি ক্ষতি হবে। তাদের দাবি অ্যাসপারটেম নিয়ে হু-এর খাদ্য নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থার গবেষণা ভিত্তিহীন।

জন্ডিসে লিভারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে যায়

গরমে জন্ডিস, পেটের সমস্যা এসব খুবই বাড়ে। তবে জন্ডিসের মত রোগ নিয়ে হেলাফেলা নয়। এতে লিভারের উপর ভীষণ চাপ পড়ে। এমনকী লিভার নষ্টও হয়ে যেতে পারে। জন্ডিস হলে লিভার বিলিরুবিন ফিল্টার করতে পারে না। এর ফলে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রাও অনেকখানি বেড়ে যায়। বিলিরুবিন হল হলুদ রঙের একটি পদার্থ যা লাল রক্তকণিকা ভেঙে তৈরি হয়।

এই বিলিরুবিন রক্তে জমতে শুরু করলেই ত্বক, চোখ, মাড়ি এসব হলুদ হয়ে যায়। আর এই দেখেই কিন্তু বোঝা যায় যে জন্ডিস হয়েছে কিনা।

জন্ডিসে আক্রান্ত হলে চোখ, ত্বক শরীরের টিস্যুগুলি হলুদ হয়ে যায়। এর ফলে জন্ডিস হলে চোখ, ত্বক এসব হলুদ হতে শুরু করে। জন্ডিস হলে বিলিরুবিনের মাত্রা বাড়ে সেই সঙ্গে প্রস্রাবের রং গাঢ় হলুদ হয়ে যায়, সেই সঙ্গে মলের রঙে পরিবর্তন, পেটে ব্যথা, জয়েন্টে ব্যথা, ক্লান্তি, জ্বর এসব থাকেই। বিলিরুবিন হল বিষাক্ত পদার্থ যা লিভারের মারাত্মক ক্ষতি করে। এমনকী জন্ডিস থেকে বাড়াবাড়ি হয়ে মৃত্যুও হতে পারে। আর তাই জন্ডিসে ডায়েট মেনে তলতেই হবে। আর তাই লিভার থেকে ডিটক্সিফিকেশন হওয়া খুবই জরুরি। শরীরে যদি টক্সিন জমতে থাকে সেখান থেকে সমস্যার একশেষ। তাই চিকিতকের পরামর্শ নিন আর সেইমত খাবার খান।

ফ্রেশ সবজি আর ফল খেতেই হবে। এই সবজি-ফলের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। সেই সঙ্গে থাকে ফাইবার, যা আমাদের বিপাকে সাহায্য করে। আর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লিভারের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং হজমেও সাহায্য করে। আঙুর, পেঁপে, কুমড়ো, মিষ্টি আলু, কচু, টমেটো, গাজর, ব্রকোলি, ফুলকপি, ক্র্যানবেরি, ব্লুবেরি এসব খান। সেই সঙ্গে অঙ্কুরিত ছোলা-মুগ, রসুন, শাক, আদা এসবও নিয়ম করে খান।

আদা-তুলসি-লুদ এসব দিয়ে চা বানিয়ে খান। এর মধ্যে ক্যাফাইনের ভাগ বেশি থাকে। এছাড়াও ব্ল্যাক কফি ক্যানসারের হাত থেকে রক্ষা করে।

লিভারের জন্য খুব ভাল হল গোটা শস্যদানা। ওটস, বিভিন্ন বীজ, শস্যদানা এসব অবশ্যই রাখুন ডায়েটে। সেই সঙ্গে বাদাম কিন্তু রাখতে হবে। আমন্ডের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন ই। সেই সঙ্গে ফেনোলিক অ্যাসিড, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এছাড়াও আছে ফাইবার আর হেলদি ফ্যাট। রেড মিট আর বড় মাছ কোনও ভাবেই নয়। ছোট মাছ খান। চিকেন খান। আর চিকেনের মধ্যে থাকে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, জিঙ্ক, অ্যালকোহল, কার্বোহাইড্রেট। যা প্রোটিন বিপাকে সাহায্য করে। এছাড়াও ফাইবার বেশি করে খেতে হবে। লেবু জল, গ্রিন টি এবং ডাক্তারের পরামর্শ মত খাবার খান।

কোন কোন তেল দিয়ে রান্না করলে সুস্থ থাকবে শরীর?

রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়লেই খাওয়াদাওয়ায় একটা বিধিনিষেধ চলে আসে। খাওয়াদাওয়ায় রাশ না টানলে ডায়াবিটিসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা মুশকিল। বাইরের প্রক্রিয়াজাত খাবার, তেল-মশলা যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল। চিকিতকেরাও তেমনটাই বলে থাকেন। ডায়াবেটিকদের সব সময় বাড়ির খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে বাড়ির খাবার হলেও কোন তেলে রাঁধছেন, সেটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। কোন তেল দিয়ে রাঁধলে শর্করার মাত্রা বশে থাকবে? অলিভ অয়েল অলিভ অয়েলে রয়েছে সব ধরনের উপকারী উপাদান। এতে রয়েছে কিছু উপকারী ফ্যাটও, যা রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়তে দেয় না। শুধু ডায়াবেটিক নয়, যাঁরা হৃদ্রোগের সমস্যায় ভুগছেন, অলিভ অয়েল তাঁদের জন্যেও কম উপকারী নয়। অ্যাভোকাডো অয়েল ডায়াবেটিকদের হেঁশেলে এই তেল থাকা জরুরি। অ্যাভোকাডো অয়েলে রয়েছে উপকারী মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট, যা শর্করার মাত্রা বাড়তে দেয় না। সেই সঙ্গে কোলেস্টেরল রোগীদের জন্যেও অ্যাভোকাডো অয়েল স্বাস্থ্যকর। উচ্চ রক্তচাপ থাকলেও অ্যাভোকাডো অয়েল খাওয়া যেতে পারে। উপকার পাবেন। ডায়াবেটিকেরা অলিভ অয়েলে করা রান্না খেতে পারেন। ছবি: সংগৃহীত। বাদাম তেল শরীরের যত্ন নিতে পিনাট বাটার অনেকেই খান। বাদাম তেলও কিন্তু কম স্বাস্থ্যকর নয়। ডায়াবিটিস থাকলে বাদাম তেল দিয়ে রান্না করা খাবার খাওয়ার অভ্যাস করতে পারেন। এই তেলেও রয়েছে উপকারী মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট। এই ফ্যাট হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমায়। কোলেস্টেরলের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রাখে। তিসির তেল ওজন কমাতে নিয়ম করে তিসির বীজ খান অনেকেই। পাশাপাশি তিসির তেলও শরীরের জন্য উপকারী। ডায়াবিটিস ধরা পড়লে তিসির তেলে রান্না করা খাবার খাওয়া শুরু করতে পারেন। তিসিতে রয়েছে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। এই উপাদান শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়া তিসির বীজে রয়েছে পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, এই ফ্যাট কোলেস্টেরল থেকে উচ্চ রক্তচাপ, সবেরই মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

আপনি কি জানেন, স্মার্ট ওয়াচ ঠিক কতটা আপনার স্বাস্থ্য-ঝুঁকি বাড়াচ্ছে!

প্রতিদিন নতুন নতুন প্রডাক্ট চালু হচ্ছে যা জীবনকে অনেক সহজ করে তুলছে। ভারতে গত কয়েক বছরে স্মার্টওয়াচের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। কাউন্টারপয়েন্ট রিসার্চ রিপোর্ট অনুসারে, জুন ত্রৈমাসিকে প্রথমবারের মতো, ভারত চিনকে পেছনে ফেলে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্মার্টওয়াচের বাজারে পরিণত হয়েছে।

গবেষণা সংস্থা কাউন্টারপয়েন্টের তথ্য অনুসারে, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ ত্রৈমাসিকে বিশ্বব্যাপী স্মার্টওয়াচের বাজারে ভারতের অংশ ৩০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা উত্তর আমেরিকার ২৫ শতাংশ এবং চিনের ১৬ শতাংশকে ছাড়িয়ে গেছে।

স্মার্টওয়াচ হল একটি ডিজিটাল ঘড়ি যা আপনার কার্যকলাপ এবং স্বাস্থ্য ট্র্যাক করে এবং আপনি সেই ডেটা বিশ্লেষণ করতে পারেন। আজকের সময়ে, লোকেরা ফিটনেসের লক্ষ্যে পৌঁছাতে, ক্যালোরি বার্ন দেখতে, হাঁটার পদক্ষেপগুলি গণনা করতে, ব্লাড প্রেশার পরীক্ষা করতে, ঘুমের গভীরতা পরিমাপ করতে, হৃদস্পন্দন মাপা ইত্যাদির জন্য স্মার্ট ঘড়ি ব্যবহার করছে।

বেশিরভাগ স্মার্টওয়াচে অবশ্যই স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কিছু ফিচার্স রয়েছে, যেখান প্রাপ্ত ডেটা একেবারে সঠিক তথ্য ভেবে মানুষ অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। এটা করা অনেক সময় স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। একটি স্মার্টওয়াচ ব্যবহার করা এবং এর ডেটা বিশ্বাস করা কতটা সঠিক? আমরা কি একটি চিকিৎসা যন্ত্র হিসেবে স্মার্টওয়াচ ব্যবহার করতে পারি? আমরা এই বিষয়ে ডাক্তারের সাথে কথা বলেছি এবং জানতে পেরেছি যে স্মার্টওয়াচ থেকে প্রাপ্ত স্বাস্থ্য তথ্যের উপর আস্থা রাখা কতটা সঠিক।

বুধবার এসপিডাব্লুইউতে নিয়োগে দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব

কলকাতা বইমেলায় শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): বুধবার আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় ছিল শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলেছে ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। তার আগে এদিন চূড়ান্ত প্রস্তুতি ধরা পড়ল বইমেলা প্রাঙ্গণে।

সব স্টলের কাজ প্রায় শেষের পথে। কোথাও কোথাও চলে এসেছে বইও। তবে অনেক স্টলই সেজে ওঠার সুযোগ পায়নি। ইন্টারনেট এবং বাকি টেকনিক্যাল কাজ শেষ করতে দেখা গিয়েছে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের।

বৃহস্পতিবার বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। গত বছর গিল্ডের সদস্যদের নিয়ে স্পেন সফরে গিয়েছিলেন মমতা। প্রকাশনাকে শিল্পের স্বীকৃতি দেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন গিল্ডের সদস্যরা। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে এবার ছোট বড় প্রকাশনা সংস্থা, লিটল ম্যাগাজিন মিলিয়ে বইমেলায় স্টলের সংখ্যা ১০০০ ছুঁয়েছে।

এবার বইমেলায় নয়টি গেট থাকছে। তার মধ্যে থাকছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্ম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গেট, বেথুন স্কুলের ১৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গেট, লন্ডনের টাওয়ার ব্রিজের আদলে গেট। উদ্বোধনে সৃষ্টি সম্মান দেওয়া হবে সাহিত্যিক বাণী বসুকে।

ভারতের সবকটি রাজ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার স্টল থাকছে। প্রথমবারের মত মেলায় চালু করা হচ্ছে ডিজিটাল ম্যাপ। প্রত্যেকটি গেটে লাগানো থাকবে কিউআর কোড। স্মার্টফোনে সেই কোড স্ক্যান করলেই চলে আসবে ম্যাপ।

মেয়রের কাছে স্মারকলিপি জমা দিল নিউ মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি, আশ্বস্ত করলেন ফিরহাদ

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): হকার নিয়ন্ত্রণ বিধি চালু করার লক্ষ্যে মেয়রকে স্মারকলিপি জমা দিল নিউ মার্কেটের ব্যবসায়ী সমিতি। বুধবার তারা কলকাতা পুরসভার সামনে জমায়েত হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। নিউ মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি ছাড়াও জয়েন্ট ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন সহ বেশ কয়েকটি সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ তাদের আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। পরে তাদের মধ্যে থেকে বেশ কয়েকজন সরাসরি পৌঁছে যান মেয়রের কাছে সেখানে তারা মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে দেখা করে আলোচনার পর স্মারকলিপি জমা দেন। পরে জয়েন্ট ট্রেডার্স ফেড্রেশন সাধারণ সম্পাদক রাজিব সিংহ জানান মেয়রের সঙ্গে তাদের আলোচনা হয়েছে। মেয়র তাদের আশ্বস্ত করেছেন এ বিষয়ে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করবেন বলে।

মমতাকে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের, বললেন তাঁর চিন্তাভাবনার মধ্যেই সংহতি নেই

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): রামমন্দির নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিরোধিতা করছেন। বুধবার সকালে নিউটাউনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সংহতি যাত্রা নিয়ে কটাক্ষ করলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। কেন ২২ তারিখেই তৃণমূলের সংহতি মিছিল? তাঁকে প্রশ্ন করা হলে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ""সব রামের ইচ্ছা। যারা চিরদিন জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধে কাজ করে এসেছে, তারাই সংহতি মিছিল করছে। এর থেকে বড় বিড়ম্বনা আর কিই বা হতে পারে। দেশে বা কেন্দ্রে যা অনুষ্ঠান হয়, তার সবসময় উনি বিরোধিতা করে এসেছেন। এটাকেই উনি রাজনীতি মনে করেন। তাই আজ উনি এমন জায়গায় পৌঁছে গেছেন, তার আলাদা জাতীয় সঙ্গীত চাই, আলাদা জাতীয় পতাকা চাই, আলাদা কোর্ট চাই, আলাদা পার্লামেন্ট চাইবেন। যার চিন্তাভাবনার মধ্যে সংহতি নেই, তিনি যতই সংহতি যাত্রা করুন, কিছু হবে না।""

এখনও "নিখোঁজ" ইডি নিগ্রহে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা, শাহজাহানের বাড়িতে বসল সিসিটিভি ক্যামেরা

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শেখ শাহজাহান শেখের বাড়িতে বসানো হল সিসিটিভি ক্যামেরা। গতকাল হাইকোর্টের বিচারপতির নির্দেশ ছিল ওই বাড়িতে কাদের আনাগোনা তা গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য বসাতে হবে সিসিটিভি। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই মঙ্গলবার রাতেই সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয় শাহজাহানের বাড়িতে।

উল্লেখ্য, ইডি-র তল্লাশির সময় সন্দেশখালিতে একদল গ্রামবাসী আক্রমণ চালায় আধিকারিক ও উপস্থিত জওয়ানদের ওপর। অভিযোগ, শাহজাহানের নির্দেশেই এই হামলা চালানো হয়।

তারপর থেকেই ফেরার ওই তৃণমূল নেতা। মাঝে বাংলাদেশ পালিয়ে যাওয়ার জল্পনাও উঠেছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত শাহজাহান ধরা দেয়নি।

যদিও কোর্টে তার উকিল হাজির হয়েছিলেন।

কিন্তু ইডি কর্তাদের মতে ওই তৃণমূল নেতার কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে দুর্নীতি কাণ্ডে। তাই তাঁকে ধরার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর 'সংহতি মিছিল' পিছিয়ে দিতে হাই কোর্টে আর্জি শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা সংহতি মিছিল পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি। হাই কোর্টের দ্বারস্থ শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি রামপুজোর দিন রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আবেদন করেন তিনি। সম্ভবত আগামিকাল বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে। আদালতে শুভেন্দুবাবুর যুক্তি, এর আগেও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্নিত হয়েছে। তাই রামমন্দিরের উদ্বোধনের দিন অর্থাৎ, ২২ জানুয়ারি কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, তাই রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার আর্জি জানিয়েছেন শুভেন্দুবাবু। ওই একই কারণে মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচিও পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি আদালতে জানিয়েছেন তিনি। মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে বিচারপতি হরিশ টন্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ।

রামমন্দির উদ্বোধনকে 'ভোটের আগে গিমিক' বলে আগে কটাক্ষ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। তবে মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি ওই দিনেই পাল্টা কর্মসূচির ডাক দেন। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, "ওই দিন হাজরা থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত সংহতি মিছিল হবে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে সর্বধর্মের প্রতিনিধিদের নিয়ে ওই কর্মসূচি করব।" সেই কর্মসূচিকে তিনি 'সংহতি মিছিল' বলেও উল্লেখ করেন।

হিংসা কখনই ঐক্য সৃষ্টি করেনি, শান্তি কখনই বিভাজনের দিকে নিয়ে যায়নি : উপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): হিংসা কখনই ঐক্য সৃষ্টি করেনি এবং শান্তি কখনই বিভাজনের দিকে নিয়ে যায়নি।

বললেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। উপ-রাষ্ট্রপতির কথায়, সম্প্রীতির জন্য আকাঙ্ক্ষিত বিশ্বে বুদ্ধের আলো সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে! আসুন আমরা তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করি এবং একটি ভবিষ্যত গড়ে তুলি যেখানে শান্তি বিরাজ করে।

উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় বুধবার নতুন দিল্লিতে এশিয়ান বুদ্ধস্ট কনফারেন্স ফর পিস-এর দ্বাদশতম সাধারণ পরিষদের উদ্বোধন করেছেন।

এই অনুষ্ঠানে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'বিশ্ব এখন এমন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে, যা সার্বজনীন এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানিয়েছে, তা জলবায়ু পরিবর্তন, সংঘাত, সন্ত্রাসবাদ অথবা দারিদ্রই হোক না কেন। ভগবান বুদ্ধের নীতিগুলি একটি অভিন্ন মঞ্চে সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের অভিন্নতাকে অনুঘটক করার জন্য আশা ও আলোর আলোর চেয়ে কম নয়।' ভগবান বুদ্ধের বাণী তুলে ধরে উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় বলেছেন, 'বুদ্ধের শিক্ষা ভারতের সেবা-চালিত শাসন ব্যবস্থাকে অনুপ্রাণিত করে, নাগরিক কল্যাণ এবং অন্তর্ভুক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়।'

যাঁরা রাস্তায় বসে তাঁদের কথাও বিপক্ষের আইনজীবীদের ভাবার পরামর্শ বিচারপতিদের

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : যাঁরা রাস্তায় বসে রয়েছেন, যাঁদের চাকরি নেই, তাঁদের কথাও বিপক্ষের আইনজীবীদের ভাবার পরামর্শ দিলেন বিচারপতিরা। নিয়োগ দুর্নীতি মামলার পর্যবেক্ষণে এমনটাই জানাল কলকাতা হাই কোর্টের বিশেষ বেঞ্চ।

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত সমস্ত মামলার শুনানি ছ'মাসের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই নির্দেশ মেনেই শুনানি হচ্ছে উচ্চ আদালতের বিশেষ বেঞ্চে। বুধবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ওই বেঞ্চে গ্রুপ ডি-র পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একটি মামলার শুনানি চলছিল। সেই মামলায় চাকরিপ্রাপকদের আইনজীবী অনিন্দ্য মিত্রের বক্তব্য, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সব চেয়ে নীচের স্তরে রয়েছেন গ্রুপ ডি-র চাকরিপ্রাপকেরা। তাঁরা অর্থনৈতিক ভাবে সব চেয়ে দুর্বল। অনিন্দ্যবাবুর বক্তব্য, উপরতলার আধিকারিকদের দুর্নীতির দায় তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের বলির পাঁঠা করা হচ্ছে। চাকরিপ্রাপকদের আরও দুই আইনজীবী উৎকর্ষ কৌশিক এবং মুকুল লাহিড়ির বক্তব্য, গ্রুপ ডির কর্মীরা দীর্ঘ দিন ধরে দায়িত্ব সহকারে কাজ করে এসেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই।

সিবিআই তদন্ত নিয়ে প্রশ্নও তোলেন তাঁরা। তাঁদের বক্তব্য, রাজনৈতিক উদ্দেশে এই তদন্ত পরিচালিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল হওয়ায় তাঁরা কত দিন মামলা চালিয়ে যেতে পারবেন, তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন আইনজীবীরা।

বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, আন্দোলনকারীরা চাকরিপ্রাপকদের থেকেও বেশি গরিব। তাঁরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। একটি ছুরির দু'দিক দিয়ে কাটা যায়। সেই ছুরির এক প্রান্তে রয়েছেন আন্দোলনকারীরা, আর অন্য প্রান্তে রয়েছেন চাকরিপ্রাপকেরা। সেই ভাবে দেখলে আন্দোলনকারীরা যে প্রান্তে রয়েছেন, সে দিকের ধার অনেক বেশি। নিয়োগ দুর্নীতি মামলার পর্যবেক্ষণে এমনটাই জানাল কলকাতা হাই কোর্টের বিশেষ বেঞ্চ।

মন্দির সমগ্র জীবনের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র হয়েছে : আর এন রবি

তিরুচিরাপল্লী, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লীতে শ্রী রঙ্গনাথস্বামী মন্দিরে পূজার্চনা করলেন তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবি। বুধবার সকালে যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্য্যাদায় রঙ্গনাথস্বামী মন্দিরে পুজো দেন রাজ্যপাল আর এন রবি। এরপর মন্দির চত্বরে সাফাই কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি, নিজ হাতে পরিচ্ছন্ন করে তোলেন শ্রী রঙ্গনাথস্বামী মন্দির।

পরে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল বলেছেন, 'হাজার হাজার বছর ধরে মন্দির আমাদের জীবনের কেন্দ্রস্থল। যখনই একটি গ্রাম তৈরি হয়, প্রথমে একটি মন্দির তৈরি হয় এবং সেই মন্দিরের চারপাশে গ্রামের বিকাশ ঘটে। মন্দির আমাদের সমগ্র জীবনের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র হয়েছে। দীর্ঘকাল পরাধীনতা ও উপনিবেশের কারণে এই বোধ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সারা দেশ এখন ''রামময়''। অযোধ্যায় শ্রী রামের মন্দিরের এই আগমন, গোটা দেশ উদযাপন করছে... মন্দিরকে পরিষ্কার রাখা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা মানুষের দায়িত্ব, এটি নিয়মিত আচারের অংশ হওয়া উচিত।'

তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নবদ্বীপের ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনায় মিথ্যাচার করেছে দাবি এবিভিপি-র

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): নবদ্বীপের ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র নেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য নিশানা করেছেন এবিভিপিকে। তাদের দাবি অখিল ভারতীয় ছাত্র পরিষদ এই ঘটনা ঘটিয়েছে। বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ব্যস্ততম শিয়ালদা চত্বরে তারই পাল্টা সভা করে প্রতিবাদ জানালো এবিভিপি। তারা পাল্টা দাবি করেন তৃণমূলের পক্ষ থেকে মিথ্যাচার করা হচ্ছে। এই ঘটনার সঙ্গে কোনোভাবেই অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ছাত্র-ছাত্রীরা যুক্ত নয়। এই সভা থেকেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দোষীদের কড়া শাস্তির দাবিও তোলেন তারা। পাশাপাশি আগামীদিনে যেকোন কলেজে ছাত্রছাত্রীদের ওপর এই ধরনের আঘাত এলে পথে নেমে প্রতিবাদ জানানো হবে বলেও হুঁশিয়ার দেন এবিভিপি। এদিনের প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন শিল্পা মন্ডল, নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য,সানি সিং ও দেবাঞ্জন পাল সহ এবিভিপির অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা।এই ঘটনায় এদিন সকালে বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, ""তৃণমূল কোথাও বিরোধীদের কিছু করতে দেবেনা। করতে গেলে মারপিট করবে। হয় পুলিশ দিয়ে আটকাবে। নাহলে গায়ের জোরে বন্ধ করবে। আমাদের সংগঠনের ওপর সর্বত্র আক্রমণ চলছে। আর মুখে বলে বেড়াচ্ছে তারা গণতান্ত্রিক।""

প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান চলছে রাম মন্দিরে, প্রস্তুতিও শেষ

অযোধ্যা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): অযোধ্যায় রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার পূর্বের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান চলছে নিষ্ঠার সঙ্গে। মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে আচার-অনুষ্ঠান, চলবে আগামী ২১ তারিখ পর্যন্ত। ২২ শে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে দুপুর ১২.২০ মিনিট নাগাদ আনুষ্ঠানিক প্রাণ প্রতিষ্ঠা পর্ব শুরু হবে। এর আগে মঙ্গলবার অযোধ্যার রামঘাট মহল্লার বিবেক সৃষ্টি আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয় প্রায়শ্চিত্ত এবং কর্মকুটি পুজো। মূর্তি নির্মাণের সময় ছেনি, হাতুড়ি অথবা অন্য সরঞ্জামের ব্যবহারের ফলে শ্রীরামের যন্ত্রণার অনুশোচনা উপলব্ধি করতেএই রীতিটি পালন করা হয়। ভগবান রামের মূর্তির কাছে ক্ষমা চাওয়া হয় এই অনুষ্ঠানে। আর বুধবার শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সদস্য এবং নির্মোহী আখড়ার মহন্ত দিনেন্দ্র দাস ও পুরোহিত সুনীল দাস রাম মন্দিরেরর "গর্ভগৃহে" ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। আবার শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের সদস্য ও "যজমান" অনিল মিশ্র রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের আগে সরযূ ঘাটে পূজার্চনা করেন। পুরোহিত সুনীল দাস বলেছেন, 'অযোধ্যার রাম মন্দির হবে সর্বজনীন শান্তির কেন্দ্র।'

এদিকে, রাম মন্দিরের শেষ মুহূর্তের কাজও একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে অযোধ্যার করসেবকপুরম পরিদর্শন করেন। এদিনই ৯ জন মহিলার একটি দল ধর্মীয় আচারের জন্য সরযূ নদী থেকে অযোধ্যার রাম মন্দির পর্যন্ত "কলশ জল যাত্রা" করেন।

আজকের দিনে ভারতের বাপু নাদকার্নির কীর্তি, ২১ ওভার টানা মেডেন!

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): টেস্টে রান আটকানোর কথা বললে শুরুতেই নাম আসে ভারতের কিংবদন্তি অলরাউন্ডার বাপু নাদকার্নির। ইতিহাসের টেস্টে সবচেয়ে কৃপণ বোলিং রেকর্ডটা যে তার দখলেই। রেকর্ড বলছে, টেস্ট ক্রিকেটে টানা মেডেন ওভার করার রেকর্ডটা এই ভারতীয় বোলারের দখলেই। ভারতের এই বাঁ হাতি স্পিন অলরাউন্ডার বাপু নাদকার্নির আছে টানা ২১ ওভার মডেন করার কীর্তি। ক্রিকেট ইতিহাসেই আর কোনো বোলারের টানা এতোগুলো ওভার মেডেন করার কীর্তি নেই।

বাপু নাদকার্নি সেই কীর্তিটা গড়েছিলেন ৬০ বছর আগে ১৯৬৪ সালে আজকের দিনে(১৭/১/১৯৬৪) মাদ্রাজে (বর্তমান চেন্নাই) ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাদ্রাজের কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে। আগে ব্যাট করতে নেমে ভারতীয় দল করেছিল ৭ উইকেটে ৪৫৭ রান। ২ উইকেটে ৬৩ রান নিয়ে তৃতীয় দিনের ব্যাটিং করতে নামে ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ড দলের সেদিন বেহাল দশা। অসুস্থ হয়ে মাঠে নামতে পারেননি মিকি স্টুয়ার্ট ও জিম পার্কস। ফ্রেড টিটমাস ও ব্যারি নাইট মাঠে নামলেও ছিলেন না সুস্থ। আর এই অবস্থায় বাপু তার নিখুঁত লাইন-লেন্থের সঙ্গে বোলিং করে ইংল্যান্ডকে আরো বিপর্যস্ত করে তুলেছিলেন।

এ সময় টানা ২১.৫ ওভার মেডেন দেন বাপু। বলের হিসেবে ১৩১ বল! সেই টেস্টের প্রথম ইনিংসে তার বোলিং ফিগারটা ছিল এমন- ৩২-২৭-৫-০! অর্থাৎ ৩২ ওভার বল করে ২৭ ওভার মেডেন দিয়েছিলেন,কোন উইকেট পাননি তিনি। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে উইকেট শিকার করেছেন বাপু। সেই ইনিংসে ৬ ওভার বল করে ৪ ওভার মেডেনসহ ৬ রান দিয়ে ২ উইকেট শিকার করেন।

গঙ্গাসাগর পুণ্যার্থীদের জন্য সার্কুলার রেল চলাচলে নিয়ন্ত্রণ জারি

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি(হি.স.): চক্ররেল লাইন লাগোয়া জায়গায় গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রীদের থাকা এবং যাতায়াতের সুবিধার কথা ও নিরাপত্তার কথা ভেবে বুধবার পূর্ব রেল সার্কুলার রেল চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এদিন চক্ররেলের ৬টি ট্রেনের যাত্রা কলকাতা স্টেশনে শেষ করা হবে। আর ৬টি ট্রেনের যাত্রা কলকাতা স্টেশন থেকে শুরু হবে। চারটি ট্রেনকে ঘুরিয়ে শিয়ালদহ নর্থ সেকশনে নিয়ে যাওয়া হবে ও আপে ৪টি ট্রেনের যাত্রা শিয়ালদহ নর্থ থেকে শুরু হবে। দুটি ট্রেনকে কাঁকুরগাছি রোড জংশন---বালিগঞ্জ হয়ে মাঝেরহাটে নিয়ে যাওয়া হবে। একটি ট্রেনকে মাঝেরহাট থেকে এবং অপর ট্রেনকে বালিগঞ্জ থেকে ঘুর পথে চালানো হবে।

দুটি ট্রেনের যাত্রা বালিগঞ্জ স্টেশনে শেষ হবে ও দুটি ট্রেনের যাত্রা বালিগঞ্জ থেকে শুরু হবে। দুটি ট্রেনের যাত্রা পথ ঘুরিয়ে দেওয়া হবে ও বালিগঞ্জ স্টেশনে যাত্রা শেষ করা হবে। দুটি ট্রেন বালিগঞ্জ থেকে যাত্রা শুরু করে বালিগঞ্জ—কাঁকুরগাছি রুট হয়ে চলবে। চারটি ট্রেন বাতিল থাকবে।

এছাড়া, একটি শিয়ালদহ—বারুইপুর স্পেশাল শিয়ালদহ থেকে সন্ধে ৭ টা ১০ মিনিটে ছাড়বে কলকাতা—নামখানা স্পেশাল যে ট্রেনটি রাত সাড়ে ৯ টায় কলকাতা স্টেশন থেকে ছাড়ে, সেটি শিয়ালদহ (দক্ষিণ) সেকশন থেকে রাত ১০ টা ৩১ মিনিটে ছাড়বে বলে পূর্ব রেল সূত্রে জানানো হয়েছে।

বীমার টাকা পেতেই দোকানে ডাকাতির ঘটনা সাজানোর ছক, অভিযুক্ত মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): সোনারপুরে সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় উঠে এল নয়া মোড়। ধারদেনার কারণে বিমার টাকা পেতেই দোকানে সাজানো ডাকাতির ঘটনার ছক কষা হয়। দোকানের মালিক রাজু রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সোনারপুর থানা এলাকার বৈকুণ্ঠপুরের বাগুইপাড়ায় একটি সোনার দোকানে ডাকাতির অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, সন্ধ্যেবেলা দোকান খোলার পরই আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে সোনার গয়না এবং নগদ টাকা লুঠ করে নিয়ে পালায় কয়েকজন দুষ্কৃতী।

খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সোনারপুর থানার পুলিশ। দোকানের কর্ণধার রাজু রায়কে সোনারপুর থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। সোনারপুর থানার আইসি এবং বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্র বদন ঝাঁ রাজুকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। খতিয়ে দেখা হয় এই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ। জানা যায়, বাইকে করে এসে হানা দেয় দুষ্কৃতীরা।

ঘটনায় সোনার দোকানের মালিক রাজু রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গয়না দেওয়ার নামে অনেকের কাছ থেকেই এভাবে টাকা নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ ঘোষ জানান, ঘটনার তদন্ত করে পুরো বিষয়টি সামনে এসেছে। ডাকাতির ঘটনা সাজানো বলেই জানান তিনি।

হাওড়ার শ্যামপুরে দিনে দুপুরে সোনার দোকানে লুঠ

হাওড়া, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : বুধবার শ্যামপুরে সোনার দোকানে ভয়াবহ লুঠ হয়। দিনেদুপুরে সোনার দোকানের মালিককে গান পয়েন্টে রেখে লুঠপাট চালাল দুষ্কৃতীরা।অভিযোগ, প্রায় ৪ লক্ষ টাকার গয়না লুঠ হয়েছে। তবে সঠিক কত টাকার গয়না লুঠ হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট করে জানার চেষ্টা হচ্ছে।

এদিন দুপুরে ভরা বাজারে ক্রেতা সেজে সোনার দোকানে ঢুকে পড়ে দুষ্কৃতীরা। দোকান মালিকের কপালে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে লুট করে দুষ্কৃতীরা। ঘটনার তদন্ত করছে শ্যামপুর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুরে দুষ্কৃতীরা বাইকে চেপে সোনার দোকানে ক্রেতা সেজে হানা দেয়।

জ্যোতি বসুকে তাঁর প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা মমতার

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রয়াণ দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে একটি পোস্ট শেয়ার করেন। যেখানে এই বামফ্রন্ট নেতাকে শ্রদ্ধার্ঘ জানান তিনি।

রাজনৈতিক ময়দানে তাঁরা ছিলেন কট্টর প্রতিপক্ষ। কিন্তু, বাংলার রাজনীতির ইতিহাস হাতড়ালে সৌজন্যের রাজনীতির উদাহরণ মিলবে ভরপুর। আর ফের একবার তা দেখিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯১৪ সালে ৮ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন জ্যোতি বসু। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর কার্যনির্বাহের সময় ছিল ১৯৭৭ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত। ২০১০ সালের ১৭ জানুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

তিনিই রাজ্যের একমাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যিনি এখনও পর্যন্ত টানা ২৩ বছর ধরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে আসীন ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ-দৃষ্টিভঙ্গি নতুন প্রজন্মের কাছে সম্পদ বলে দাবি ওয়াকিবহাল মহলের।

যানবাহন ও যাত্রী নিয়ে পদ্মায় ফেরি ডুবির ঘটনা

ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি, (হি.স.) : পদ্মা নদীতে ফেরি ডুবির ঘটনা ঘটেছে। বাল্কহেডের ধাক্কায় বাংলাদেশের পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া জলপথে আটকে থাকা ফেরি রজনীগন্ধা যানবাহন ও যাত্রী নিয়ে নদীতে ডুবে গেছে। উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত ৬ জনকে জীবিত উদ্ধার করেছে দমকলের কর্মীরা। বুধবার সকালে ফেরিটি ডুবে যায়। বিআইডব্লিউটিসি আরিচা কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য) মো. সালাম হোসেন এ তথ্য জানিয়েছেন। ফেরিটিতে কাভার্ডভ্যান পিকআপ সহ ৯টি যানবাহন ছিল। এসব গাড়িতে ঠিক কতজন যাত্রী ছিলেন তার কোনও সঠিক তথ্য এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

এদিকে বিআইডব্লিউটিসির আরিচা সেক্টরের ডিজিএম খালিদ মাহমুদ জানান, রাত ১টার দিকে দৌলতদিয়া ঘাট থেকে রজনীগন্ধা ফেরি ৯টি গাড়ি নিয়ে পাটুরিয়া ঘাটের উদ্দেশে ছেড়ে আসে।

শ্যাম সুন্দর

● আটের পাতার পর

জানানো হয়। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা বলেন, 'আসলে ভারতীয় বিবাহ অনুষ্ঠান হল একটি পরম্পরা ও আবেগ। এর সঙ্গে জুড়ে থাকে এক অদ্ভুত রোমান্টিসিজম। তাই আমরাও শুভ বিবাহ উৎসবের সময় সবসময়ই "ব্রাইডাল জুয়েলারি উইথ সেন্টিমেন্টস অ্যাটাচড"-এর কথা বলি, কারণ সকলের কাছেই বিয়ের এক আলাদা অনুভূতি রয়েছে। যা হৃদয়ের অন্তরে খুব সযত্নে সাজানো থাকে। আর এজন্যই আমাদের এই প্রয়াস খুবই বিশেষ।'সংস্থার আরেক ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, 'বিয়ের মরসুমে আমাদের "শুভ বিবাহ উৎসব' হলো ভারতীয় ঐতিহ্যের এক বর্ণময় উদযাপন। ২০০৯ সালে আগরতলা শাখায় একটি ইন-স্টোর উপস্থাপনা দিয়ে এটি শুরু হয়েছিল। কলকাতার কয়েকটি প্রধান আবাসন এবং বিশিষ্ট সামাজিক ক্লাবের সঙ্গে পরে যুক্ত হয়। এই উৎসব এখন একটি বার্ষিক উদযাপন হয়ে উঠেছে।' তিনি বলেন, 'এই বছরের সংস্করণটি আরো বিশেষ। এবারের আয়োজনের মধ্যে রয়েছে সোনা ও হিরের গয়না তৈরির মজুরিতে বিশেষ ছাড় সহ অফার, প্রতিটি ক্রয়ের সাথে নিশ্চিত উপহার, সাপ্তাহিক লাকি ড্র আর মরসুমের মেগা ড্র।' " শুভ বিবাহ উৎসব" অফারটি শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর ত্রিপুরার আগরতলা ও উদয়পুর শোরুম ছাড়াও কলকাতার সব (গড়িয়াহাট, বেহালা ও বারাসাত) শোরুমেও ১৭ জানুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি,২০২৪ পর্যন্ত চলবে। সকলের জন্যে শুভ কামনা জানিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

হতাহত ৪

● প্রথম পাতার পর

গুলি চালাতে হচ্ছে। গৃহ কমিশনার টি রঞ্জিত আরও জানান, বিদ্যমান সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে মোরের পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। যে কোনও সময় আপৎকালীন মেডিক্যাল ব্যবস্থার প্রয়োজন হতে পারে। এছাড়া গোলাবারুদ, সেনাবাহিনী ইত্যাদির এয়ারলিফ করতে কেন্দ্রের কাছে হেলিকপ্টার চেয়ে জরুরিভিত্তিতে চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত বছর তেংনোপাল জেলার মোরেতে একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসারকে হত্যার ঘটনায় গত সোমবার নিউ মোরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ফিলিপ খাইখোলাল খংসাই এবং কে মৌলসাং গ্রামের হেমখোলাল মেটকে গ্রেফতার করেছিল মণিপুর পুলিশ। গ্রেফতারকৃত দুজন কুকি-জো সংগঠনের শীর্ষ নেতা। গতকাল মঙ্গলবার সংগঠনের দুই শীর্ষ নেতাকে নিঃশর্তে মুক্ত করতে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছিল কুকি সংগঠনটি।

তিন মাস ধরে

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী যেন অতিদ্রুত এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে তাদের প্রাপ্ত অর্থ পাইয়ে দেন তার দাবি জানিয়েছেন তারা।

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

করেছেন ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক। দ্রুত তাদের সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হবে।কিন্তু এখনো পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সহযোগিতা করা হয়নি। এরই প্রতিবাদে এদিন ফের ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এ আই কে এস, এ আই এ ডাব্লিউ ইউ, জি এম পি। রাজ্যের আটটি জেলাতেই এই কর্মসূচি করা হবে বলে জানিয়েছেন পবিত্র কর।

দাবি

● প্রথম পাতার পর

দোকানে বেশ কয়েকবার চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এই বিষয়ে এয়ারপোর্ট থানাতে অভিযোগ করা হলে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুজনকে থানায় নিয়ে গেছে।দোকান মালিকের দাবি ওনার দোকানে এই চুরি কান্ডের সাথে যারাই জড়িত রয়েছে তাঁদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করুক পুলিশ। চুরির ঘটনায় এলাকার জনগণে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকায় রাতকালীন পুলিশের টহল বাড়ানোর দাবি উঠেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ক্ষেত্রে ত্রিপুরার স্থান সর্বনিম্ন ৮ম। প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় ৩৭টি নারী সংক্রান্ত অপরাধের ঘটনা ঘটেছে ত্রিপুরায়। যেখানে জাতীয় গড় হচ্ছে ৬৬টি ঘটনা। এক্ষেত্রে বিগত বছরে ত্রিপুরার স্থান ছিল ৯ম। মুখ্যমন্ত্রী বলেন নারী সংক্রান্ত অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। মহিলাদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করতে প্রতিটি থানায় হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে। যা ২৪ ঘন্টাই খোলা থাকে। তাছাড়া মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সরকার ১০৯১ হেল্পলাইন চালু করেছে।রাজ্যে আরও দু'টি নতুন মহিলা থানা খোলা হয়েছে। এতে রাজ্যে মোট মহিলা থানার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯টি। রাজ্যের সবকটি জেলায় কমপক্ষে ১টি মহিলা থানা স্থাপন করা হয়েছে। ত্রিপুরাই একমাত্র রাজ্য হয়েছে যেখানে প্রতিটি জেলায় মহিলা থানা রয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে যৌতুক সংক্রান্ত অপরাধ, ডাকাতি, চুরি, খুন ইত্যাদি সহ সার্বিক অপরাধের চিত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০২২ এর তুলনায় ২০২৩ সালে সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৭ শতাংশ এবং খুনের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৭ শতাংশ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সার্বিক আইন শৃঙ্খলার অবস্থা সন্তোষজনক। বড় ধরণের অপরাধের সংখ্যা নিম্নমুখী। রাজ্যে একটি বড় উদ্বেগের কারণ ছিল সাসবাদ। বেআইনী অনুপ্রবেশকারী বিশেষ করে বাংলাদেশী এবং রোহিঙ্গাদের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়া গেছে। মুখ্যমী বলেন, গত বছর ফেবয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত ত্রিপুরা বিধনাসভা নির্বাচন এবং গত সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনেও ত্রিপুরা পুলিশের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় এই নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে বড় ধরণের কোন অপ্রিয় ঘটনা ঘটেনি। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিভিন্ন উৎসবের সময় বিশেষ করে দুর্গাপূজা, দীপাবলির মতো বড় বড় উৎসব চলাকালেও ত্রিপুরা পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নেশামুক্ত ত্রিপুরা অভিযানেও ত্রিপুরা পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো অনুযায়ী নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত ও ধবংস করার ক্ষেত্রেও ত্রিপুরা ভারতের সফল রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। মুখ্যমী বলেন,সড়ক দুর্ঘটনায় নিয়ণ আনতে ২০২৩ এর শুরু থেকে ত্রিপুরা পুলিশ মিশন মুডে ট্রাফিক নিয়ম কঠোরভাবে বলবৎ শুরু করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়কের ৮০টি চিহ্নিত দুর্ঘটনা প্রবণ এলাকা এবং ১৬টি ব্ল্যাক স্পট এর মূল্যায়ণ করে এই অভিযানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। রাজ্যের যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও ত্রিপুরা পুলিশ সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ণে কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০২২ এ রাজ্যে যানবাহনের সংখ্যা ছিল ৬,৮৯,৪০০টি যা ২০২৩ সালে দাঁড়িয়েছে ৭,৪৬,০৩১টি ।মুখ্যমী বলেন, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সারা রাজ্যে মোট ৩০৩টি স্টুডেন্ট পুলিশ ক্যাডেট প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬৩টি বিদ্যালয়ে ২০৫টি স্টুডেন্ট পুলিশ ক্যাডেট প্রোগ্রাম আয়োজিত হয়েছে,যেখানে স্থানীয়দের সাথে সম্পর্ক নিবিড়তর করার জন্য স্থানীয় পুলিশ কর্মীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। ২০২৩ সালে প্রয়াস-এর মাধ্যমে রাজ্যব্যাপী মোট ৫৯০৩টি সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও আজাদি কা অমরুত মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে পুলিশ এবং টি এস আর জওয়ানদের দ্বারা 'রান ফর ইউনিটি', 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান', ফুটবল/ভলিবল টুর্নামেন্ট, স্বাস্থ্য শিবির ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ১০ ডিসেম্বর ইমার্জেন্সি রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেম প্রকল্পে রাজ্যব্যাপী ইমার্জেন্সি নম্বর '১১২' চালু করা হয়েছে। এটা প্রতি দিনই ২৪ ঘন্টা চালু রয়েছে। ইমার্জেন্সি রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেমের অধীনে গড় রেসপন্সের সময় ২০২২ সালের ১০.৫১ মিনিটের তুলনায় ২০২৩ সালে ৯.৩৯ মিনিটে নেমে এসেছে। মুখ্যমী বলেন, নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ১৪১৩ জন টিএসআর জওয়ানের বেসিক ট্রেনিং সম্পতি শেষ হয়েছে। দিল্লী এবং ছত্তিশগড়ে দু'টি টি এস আর ব্যাটেলিয়ন মোতায়ন করা হয়েছে। টি এস আর দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নকে রাজ্যের বাইরে দিল্লী পুলিশের সাথে আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব পালনের জন্য মোতায়েন করা হয়েছে। মুখ্যমী বলেন গত ৫ বছরে রাজ্যে থানার সংখ্যা ৮১ থেকে বাড়িয়ে ১০১টি করা হয়েছে। ১০১টি থানার মধ্যে ৮৭টি বর্তমানে চালু রয়েছে এবং বাকী ১৪টি থানার উদ্বোধন শীঘই করা হবে।৫টি নতুন জি আর পি এস'র মধ্যে বিলোনীয়া জি আর পি এস'-এর উদ্বোধন করা হয়েছে। বাকী ৪টি জি আর পি এস যেমন, সাবম, উদয়পুর, বিশালগড় এবং বিশ্রামগঞ্জে শীঘই চালু করা হবে। কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি কনস্টেবলদের সর্বোত্তম মানের প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে দেশের শীর্ষস্থানে রয়েছে। এটা গর্বের বিষয় যে, এই প্রথমবারের মতো মণিপুর রাজ্য তাদের কনস্টেবলদের ত্রিপুরা পুলিশ দ্বারা প্রশিক্ষণের জন্য অনুরোধ করেছে। আগরতলায় মাদক দ্রব্য নিয়ণ ব্যুরোর অফিস খোলার প্রয়োজনীয়তার সুবিধার্থে জেকশন গেটস্থিত এনবিসিসি এর বর্তমান অফিস ভবনের একটি অংশকে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন সহ পুলিশ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকগণ। অনুষ্ঠানের শুরুতে টি এস আর (পুরুষ ও মহিলা), পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ, হোমগার্ডের জওয়ানরা কুচকাওয়াজ প্রদর্শনের মাধ্যমে মুখ্যমীকে অভিবাদন জানান। গত বছর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছেন এমন কয়েকজন পুলিশ আধিকারিক সহ বিভিন্ন থানাকে পুলিশ সপ্তাহ উদযাপন অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়েছে। পুরস্কার স্বরূপ তাদের হাতে ট্রফি তুলে দেন মুখ্যমী।

কারাদন্ড

● প্রথম পাতার পর

লিখিত অভিযোগ জানালে পুলিশ ৩৭৬(২) ধারায় অভিযুক্ত অমিত দেবনাথের বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করে। আজ কমলপুর অতিরিক্ত দায়রা আদালতের বিচারক সাক্ষ্যবাক্য ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বিবেচনা করে অমিত দেবনাথকে দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৩ মাসের জেল হাজতের আদেশ দিয়েছেন।

নতুন মাইলফলক

● প্রথম পাতার পর

জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সমীক্ষা করা হয়েছিল এবং তাতে আমাদের একটি পরিষ্কার ধারণা ছিল যে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বা গ্রাম পঞ্চায়েতে এখনও কতজন লোক বাদ পড়েছেন। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, যদি সমীক্ষায় দেখা যায় কেসিসি স্কিমে এখনো ১০০ জনকে অন্তর্ভুক্ত করা বাকি রয়েছে, তবে তাঁদের সকলকে তালিকাভুক্ত করার জন্য আধিকারিকদের লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে এবং ১০০ শতাংশ সম্পৃক্তির জন্যও তা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, যাতে অপ্রাপ্তদের কাছে পৌঁছানোর বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার উদ্দেশ্য পূরণ হয়।তাঁর কথায়, ইতিপূর্বে আধিকারিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোকেদের কেন্দ্রীয় প্রকল্পে তালিকাভুক্ত করার কঠিন কাজ ছিল। কিন্তু বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার কারণে আমরা এক জায়গায় লোক পেতে সক্ষম হয়েছি এবং যাঁরা সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন তাঁদের কাছে প্রকল্পের সুফল এবং এক জায়গা থেকে সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং এইভাবে এটি জনগণের জন্য জয়ের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেলা প্রশাসন সাথে নিশ্চিত করেছিল, বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার শিবিরে আগত লোকজনকে এই অঞ্চলের কঠোর শীত বিবেচনা করে গরম করার সুবিধা সহ মৌলিক সুবিধাগুলি সরবরাহ করা হয়েছিল।এমনকি বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সময় জনসাধারণের অভিযোগও কমে এসেছে বলে জানিয়েছেন বারাণসীর মুখ্য উন্নয়ন আধিকারিক হিমাংশু নাগপাল। তিনি বলেন, অতীতে পাবলিক গ্রিভেনস সিস্টেমের প্ল্যাটফর্মে ২০০টি অভিযোগ পাওয়া যেত। কিন্তু এখন সেই অভিযোগগুলি কমে এসেছে যখন ওই যাত্রা গ্রামে গিয়েছে এবং লোকেরা বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন সুবিধা পেতে শুরু করেছে। সেই কারণেই অভিযোগগুলি ব্যাপকভাবে কমেছে।হিমাংশু নাগপালের মতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল অতীতে সুবিধা পেতে বা বিভিন্ন সরকারি স্কিমগুলিতে নাম নথিভুক্ত করার জন্য মানুষকে ১০০ কিলোমিটার হাঁটতে হয়েছিল কিন্তু এই যাত্রার কারণে লোকেরা তাঁদের দোরগোড়ায় সুবিধা পাচ্ছে।তাঁর দাবি, সরকারী স্কিমগুলির মাধ্যমে জনগণের সেবা করাই নয়, বারাণসীতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার শিবিরগুলিতে ন্যানো ইউরিয়া এবং জৈব চাষের ব্যবহার সম্পর্কেও সচেতনতা তৈরি করছে। বারাণসীর মুখ্য উন্নয়ন আধিকারিক হিমাংশু নাগপাল বলেন, গত ১ বছরে ৩০০০ মেট্রিক টন ইউরিয়ার ব্যবহার কমেছে এবং এর কারণ হল 'ড্রোন সখীদের' ড্রোনের মাধ্যমে ন্যানো ইউরিয়ার ব্যবহার এবং জৈব চাষ। তিনি জানান, অধিক ফলন ও মাটির সুস্বাস্থ্যের জন্য বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার প্রতিটি ক্যাম্পে অন্যান্য স্টল ছাড়াও ন্যানো ইউরিয়া এবং জৈব চাষ সম্পর্কে দুটি স্টল ছিল। সেখানে কৃষকদের মধ্যে ইউরিয়ার ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি এবং কীভাবে ওই সারের কম ব্যবহার করা যায় এবং ন্যানো ইউরিয়া ব্যবহারের সাথে আরও জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা যায় সে-বিষয়ে প্রচার করা হয়েছে।

তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত বুদবুদের সন্ধিপুর, আহত ১০

দুর্গাপুর, ১৭ জানুয়ারি (হি. স.) : আর কয়েকমাস পরই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে তৃণমূল কংগ্রেসের দফায় দফায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বুদবুদের সন্ধিপুর গ্রাম। দুই গোষ্ঠীর দোকান বাড়ি ভাঙচুর। মাথা ফাটল বেশ কয়েকজনের। আহত হয়েছে কমপক্ষের ১০ জন। আহতরা পুরষা ব্লক হাসপাতাল ও বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন। মঙ্গলবার ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে বসল পুলিশ পিকেট। বুধবারও এলাকা থমথমে রয়েছে।

ঘটনায় জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরে বুদবুদের সন্ধিপুর গ্রামে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জনার্দন চট্টোপাধ্যায় ও বিধায়ক নেপাল ঘোরুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মদ্যপদের উৎশৃঙ্খল আচরনে অতিষ্ট এলাকাবাসী। সোমবার ছিল মকরসংক্রান্তি। এদিন সন্ধিপুর ক্যানেলপাড়ে বসে কয়েকজন মদ্যপান করছিল। অভিযোগ, কয়েকজন মদ্যপ উৎশৃঙ্খল আচরন করছিল। বিষয়টি নজরে পড়তেই পুলিশের টহলদারি গাড়ির কর্তব্যরত পুলিশ তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। সেখান থেকেই ঘটনার আক্রোশের সূত্রপাত।

ঘটনায় আহত মহঃ মুফিজুর রহমান বলেন,'আমার ভাই সিভিক ভলেন্টিয়ার। ওইদিন মদ্যপদের তাড়িয়ে দেওয়ার সময় ডিউটেতে ছিল। সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর তৃণমূল কর্মী কালিপদ ওরফে কেলে বাগদী, পঞ্চায়েত সদস্য তপন বাগদী দলবল নিয়ে বাড়িতে ভাইকে মরধর করবে বলে হুমকি দিয়ে যায়। বিকালে গ্রামের মোড়ে চা" খাওয়ার সময় বাবাকে মারধর করে। পরদিন অর্থাৎ আজ আমাকে গ্রামের এক চা"দোকানে পেয়ে বেধড়ক মারধর করে। সেখানে আরও অনেকজনকে লাঠি, রড দিয়ে মারধর করে কেলে বাগদী, তপন বাগদী, আল্লারাখার দলবল। আমাদের বেশ কয়েকজনের মাথা ফেটে যায়।' খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বুদবুদ থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে পুরষা ব্লক হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ। ঘটনায় দু পক্ষের কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়। জানা গেছে, কেলে বাগদী, আল্লারাখা, তপন বাগদী জনার্দন চট্টোপাধ্যায়ের অনুগামী।

এদিকে ঘটনার খবর চাউর হতেই তৃণমূলের অপর গোষ্ঠী বিধায়ক অনুগামীরা পাল্টা লাঠি রড নিয়ে এলাকায় তান্ডব শুরু করে। তপন বাগদী, কেলে বাগদীকে মারধর ও তার বাড়ি ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। কালিপদ বাগদীর বউমা পল্লবী বাগদী জানান,' আমরা তৃণমূল করি। সকালে বিধায়ক গোষ্ঠীর লোকজন শ্বশুরকে মারধর করে। পুলিশের সামনে ইট, লাঠি দিয়ে বাড়ি ভাঙচুর করে। পুলিশ ভাঙচুর না আটকে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ী ভাঙা করিয়েছে। আমরা চরম আতঙ্কে রয়েছি।' ঘটনার পর এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে নামে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এসিপি সুমন জয়শওয়াল। তিনি বলেন,' পরিস্থিতি স্বাভাবিক। এলাকায় পুলিশ মোতায়ন রয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।' অন্যদিকে তৃণমূলের গলসী-১ নং ব্লক সভাপতি জনার্দন চট্টোপাধ্যায় বলেন,' কোনরকম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নয়। গ্রাম বিবাদ। সেটাকে কেউ সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করছে। অযথা রাজনৈতিক রং লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে। পুলিশকে জানানো হয়েছে। পুলিশ গোটা বিষয়টি দেখছে।'

রাম মন্দিরকে কোনও দলের 'রুটি সেঁকা'র কাজে ব্যবহারে আপত্তি হিন্দু সংগঠনের

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : রাম মন্দিরকে কোনও রাজনৈতিক দল তাদের রুটি সেঁকা অর্থাৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার সোপান হিসাবে ব্যবহার করতে পারে না। বুধবার নবান্নর কাছে দাঁড়িয়ে এই দাবি করলেন এক হিন্দু সংগঠন অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী।

তাঁর দাবি, রাম মন্দিরকে কোনওদল যাতে ভোটব্যাঙ্ক মজবুত না করতে পারে, আমরা সে ব্যাপারে সবাইকে আবেদন করছি। এই সঙ্গে রামমন্দিরের উদ্বোধনের দিন, মানে ২২শে সীতাকুণ্ডের পবিত্রজল নিয়ে সঙ্কল্পযাত্রার আয়োজন করেছি। এদিন তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে একটি স্মারকলিপি দিয়ে যান। বলেন, পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে সীতারাম মন্দির স্থাপন, সমন্বয় কর্মসূচীর ব্যাপারে হিন্দু মহাসভার স্মারকলিপি রাজ্যের প্রতিটি প্রধান রাজনৈতিক দলের কাছেই দেবেন।

চন্দ্রচূড়বাবু জানান, "রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা নিয়ে সারা দেশ যখন উত্তাল তখন পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া অঞ্চলের অযোধ্যা পাহাড়ের ওপর সীতারাম মন্দির স্থাপন করার ডাক দিয়েছে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা।"

অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার রাজ্য সভাপতির দাবি, "অযোধ্যা যদি প্রভু রামচন্দ্রের জন্মস্থান হয় তাহলে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় তাঁর কর্মভূমির একটি অংশ। অযোধ্যা থেকে কিস্কিন্ধা যাওয়ার সময় তৃষ্ণার্ত সীতা দেবীকে জল দেওয়ার জন্য রামচন্দ্র তীর নিক্ষেপ করে যে জলাশয়ের সৃষ্টি করেন সেটিই সীতাকুন্ড নামে পরিচিত। হিন্দু মহাসভার কাছে এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক যে সনাতনী হিন্দুদের আবেগ রাম মন্দিরের পুনঃনির্মাণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা জনিত কারণ দেখিয়ে মাত্র কয়েক হাজার মানুষ যারা সরকার ঘনিষ্ঠ বা সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব তাদেরই শুধু ডাকা হয়েছে অথচ সাধারণ মানুষ এই অনুষ্ঠানে থেকে যাবেন ব্রাত্য।

আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব লালকৃষ্ণ আডবাণীজি, মুরলীমনোহর যোশী, উমা ভারতীদের যথোপযুক্ত সম্মান দেওয়া হচ্ছে না। রামমন্দির আন্দোলনের মূল আবেদনকারী এবং রায় গ্রহিতাদের (ভার্ডিকট হোল্ডার) সংগঠন অখিল ভারত হিন্দু মহাসভাকেও ডাকাও হয়নি। হিন্দু মহাসভার নাম যাতে কোনও ভাবেই জনসমক্ষে না আসে তার জন্য তাকে হিন্দু পক্ষ বলে নামটি আড়াল করার চেষ্টা চলছে।

প্রভু রামের মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠাতে হিন্দু মহাসভা অত্যন্ত খুশি কিন্তু একথাও সত্য হিন্দু মহাসভা কোনো ভাবেই চায়না রামমন্দির আন্দোলনকে ভোট রাজনীতির স্বার্থে কেউ বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করুক। রামমন্দির এই বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধেই অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা ওই ২২ জানুয়ারী তারিখেই পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় অঞ্চলে সীতা কুণ্ডের পবিত্র জল নিয়ে ওই স্থানে সীতারাম মন্দির স্থাপন করার জন্য সংকল্প পূজার আয়োজন করতে চলেছে।"

প্রসঙ্গত, হিন্দু মহাসভা দেবী সীতা এবং প্রভু রামকে এক সাথে রেখেই সীতারাম মন্দির স্থাপন করতে চায়। সীতাদেবীকে বাদ দিয়ে শুধু রামমন্দির স্থাপনে তারা পক্ষপাতী নয়। এই বিষয়ে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার সমস্ত প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি এবং রাজ্যপালকে পাশে থাকার জন্য আহবান জানিয়ে বুধবার আনুষ্ঠানিক ভাবে আবেদনপত্র দেয় অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা।

ন্যাক-এ হোঁচট, ফাঁপড়ে পঃবঙ্গ

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : সুদূরপ্রসারি পরিকল্পনা, নিষ্ঠা, অর্থ প্রভৃতির অভাবে হোঁচট খাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের (ন্যাক) মূল্যায়ন। ফলে মার খাচ্ছে এ রাজ্যে উচ্চশিক্ষার কৌলিন্য।১৯৯৪ সালে ভারতের নানা উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই মূল্যায়ণের (ন্যাক) চালুর কথা হয়। সেই হিসাবে এবছর পূর্ণ হচ্ছেন্যাক-এর তিন দশক। যদিও মূল্যায়ণের নানা নির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরির পর চালু হতে হতে গড়িয়ে যায় ২০০০ সাল। মোট সাতটি নির্দিষ্ট বিষয় খতিয়ে স্কোর দেয় ন্যাক-এর পরিদর্শক দল। সমীক্ষার পর দেওয়া হয় আট ধরণের গ্রেড। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ২০১৭-র ১ জুলাই থেকে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ গ্রেড 'এ ' পেয়েছে ২৩৭টি প্রতিষ্ঠান শতাংশটি মোট প্রতিষ্ঠানের ৪ শতাংশ। 'এ '(৫৮৪টি, ৯.৯), 'এ' (১৫টি, ১৫.২), 'বি '(৯৩৭টি, ১৫.৯), 'বি ' (১,০৪২টি, ১৭.৬), 'বি ' (১, ৫৫৭টি, ২৬.৪), 'সি' (৬০২টি, ১০.২) এবং সর্বনিম্ন 'ডি'-তে আছে ৫২টি প্রতিষ্ঠান, শতাংশের হিসাবে ০.৯। অর্থাৎ, গোটা দেশেই মোট উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিংহভাগই এখনও ন্যাক-এর তকমা পায়নি। এই সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে গোটা দেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছবিটা আরও নেতিবাচক বলে মনে করেন এ রাজ্যের অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি ডঃ পূর্ণ চন্দ্র মাইতি এবং দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য তথা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ আশুতোষ ঘোষ। প্রসঙ্গত, আশুতোষবাবু ন্যাক সমীক্ষকদলের সদস্য ও চেয়ারম্যান হিসাবে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে গিয়েছেন মূল্যায়ণের কাজে।

কেন পশ্চিমবঙ্গ দেশের অনেক রাজ্য থেকে পিছিয়ে তা পর্যালোচনা করতে গিয়ে সাড়ে তিন দশক অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত, এজেসি বোস কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ পূর্ণ চন্দ্র মাইতি এই প্রতিবেদককে বলেন, সাতটি নির্দিষ্ট বিষয় এই সমীক্ষায় বিশ্লেষণ করা হয়। এগুলোর আগের পাঁচ বছরের বিশদ তথ্য পেশ করতে হয় সমীক্ষকদের কাছে। এই সব তথ্য নিয়মিত আপডেট করা না থাকলে হঠাৎ মূল্যায়ণের সময় সংগ্রহ ও সঙ্কলন করতে সমস্যা হয়। যে কারণে ফাঁপড়ে পড়ে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান।দ্বিতীয় কারণ অর্থাভাব। পূর্ণবাবু বলেন, মূল্যায়ণের জন্য 'অ্যাড অন' নির্দিষ্ট কিছু বিষয় শেখানো দরকার। সেগুলোয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অন্তত ৫০ শতাংশ পড়ুয়াকে সামিল করতে হবে। এর জন্য নিরন্তর পরিকল্পনা দরকার। লেগে থাকতে হবে। সেরকম অধ্যাপক/শিক্ষকের খোঁজ মেলে কম। ভাবনাগুলোকে রূপায়িত করার তহবিলও কম।তৃতীয়ত, শিক্ষকের অভাব। পূর্ণবাবুর মতে, "আমার কলেজে বানিজ্যের পড়ুয়া প্রায় ৩৫০।

বানিজ্যের শিক্ষক নেই। ফলে এই খাতে আমরা শূন্য পাব। পড়ুয়া ও শিক্ষকের অনুপাত ৫০ ও ১ হলেও শূন্য পেতাম। ৪৯ ও ১ হলে ১ পয়েন্ট পেতাম। গত ২৩ বছর ধরে কলেজে শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না। বহু দৌড়োদৌড়ি করে ২৬ জন শিক্ষক পদের অনুমোদন বার করেছি। অর্থ দফতরে তা আটকে আছে। বেশিরভাগ কলেজে একই অবস্থা। চেয়েচিন্তে সাংসদ তহবিলের (এমপিল্যাড) কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছি। দেখা যাক!"

ওপরের মতামতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ডঃ আশুতোষ ঘোষ জানিয়েছেন, ন্যাক-এর মূল্যায়ণের জন্য একটা সার্বিক কর্মসংস্কৃতি দরকার। একবার হায়দরাবাদে গিয়েছিলাম মূল্যায়ণ কমিটির চেয়ারম্যান হয়। ওখানকার শিক্ষা দফতরের এক পদস্থ আধিকারিক ফোনে সবিনয়ে আমাকে আবেদন করলেন ওদের ভুলত্রুটি থাকলে তা বুঝিয়ে দিতে। পশ্চিমবঙ্গে ন্যাক নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে এরকম আগ্রহ দেখা যায় না।

প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ বাসব চৌধুরী বলেন, "ন্যাক-এর মত যে কোনও মূল্যায়ণ করতে কোনও প্রতিষ্ঠানে সমীক্ষকদের আগাম জানিয়ে যাওয়া উচিত নয়। হঠাৎ করে একদিন হাজিরা দিলে তবেই তো তাঁরা সেই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ছবি বুঝতে পারবেন! বিক্রমাদিত্যর আমলে রাজা রাতে ভিখিরির বেশে চারপাশের অবস্থা অনুভব করতে বার হতেন। সেই সুস্থ পরিবেশ পরবর্তীকালেও বহুকাল ছিল। বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্কের আইন সদস্য লর্ড মেকলে পর্যন্ত সততার সেই পরিস্থিতি প্রচারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আজ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত।"

প্রতিটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ন্যাক-এর বিষয়সমূহ দেখভালের জন্য দক্ষ 'ইন্টারন্যাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল' থাকা দরকার। যা দেখা যায় না। আশুতোষবাবুর কথায়, "এই শাখা এবং অধ্যক্ষর যৌথ ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় মূল্যায়ণে কোনও প্রতিষ্ঠানের সাফল্য আসার আশা থাকে। যেটা থাকে খুব কম প্রতিষ্ঠানে। ন্যাক-এর এক একটা স্কোর গ্রহণযোগ্য থাকে পাঁচ বছর। এই সময়সীমা শেষ হওয়ার যথেষ্ঠ আগে থেকে পরবর্তী ন্যাক মূল্যায়ণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগী হওয়া দরকার। কিন্তু কলকাতা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সফল দুই প্রতিষ্ঠানের আগের ন্যাক-এর মেয়াদ অনেকদিন আগে ফুরিয়ে গিয়েছে। এ রাজ্যে ন্যাক-এর মূল্যায়ণের ছবিটা আরও উজ্জ্বল হওয়া দরকার। আশুতোষবাবু এবং পূর্ণবাবু দু'জনইএ ব্যাপারে একমত। পূর্ণবাবু এই প্রতিবেদককে বলেন, "আমি এজেসি বোস কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে আসার আগে দুই পর্যায়ে 'ন্যাক'-এ 'সি' পেয়েছিল। এবার আবার মূল্যায়ণ হবে। 'সি' থেকে এক লাফে 'এ' করা মুস্কিল। কিন্তু সেই চেষ্টা করছি। এসবের জন্য বাড়তি চাপ নিতে হচ্ছে। রোজ রাত পর্যন্ত কলেজে থাকি।

সন্দেশখালিকাণ্ডে সিবিআই আর রাজ্য পুলিশকে নিয়ে সিট গঠন

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি (হি.স.) : সন্দেশখালি কাণ্ডে এখনই সিবিআই তদন্ত নয়। রাজ্যে পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে তদন্ত করবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। দুই সদস্যের সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। তদন্ত চলবে আদালতের নজরদারিতে।রেশন দুর্নীতির তদন্তে গিয়ে সন্দেশখালিতে আক্রান্ত হয়েছেন ইডির আধিকারিকরা। সেই ঘটনাক মূল অভিযুক্ত শাহজাহান শেখ এখনও অধরা। এই ঘটনায় সিবিআই তদন্ত চেয়ে হাই কোর্টে মামলা করে ইডি। এদিন সেই মামলার রায়ে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত জানান, সিবিআই বা রাজ্য পুলিশ নয়, তদন্ত করবে সিট।সিটের মাথায় থাকবেন সিবিআই এবং রাজ্য পুলিশের একজন করে এসপি পদমর্যাদার অফিসার। তবে ওই বিশেষ তদন্তকারী দলে ন্যাজাট থানার কোনও পুলিশ আধিকারিক বা কর্মী থাকতে পারবেন না।সন্দেশখালিকাণ্ডে মোট তিনটি এফআইআর হয়েছে ন্যাজাট থানায়। তার মধ্যে একটি এফআইআর করেছে ইডি। একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে পুলিশ। তৃতীয় এফআইআরটি করেন সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের বাড়ির কেয়ারটেকর। প্রথম দুটি এফআইআরের তদন্ত করবে সিট। দলে সিবিআই এবং রাজ্য পুলিশের এসপি পদমর্যাদার অফিসার থাকবে বলে নির্দেশ দেয় হাই কোর্ট।রাজ্য জানিয়ে দিয়েছে তাদের তরফে বিশেষ তদন্তকারী দলে থাকবেন এসপি জসপ্রীত সিংহ। তবে সিবিআইয়ের তরফে এখনও কোনও আধিকারিকের নাম বলা হয়নি। আদালতের নির্দেশ, সংশ্লিষ্ট সিট চাইলে কেন্দ্রীয় বাহিনী বা পুলিশের সাহায্য নিতে পারবে।

খেলাধুলা

ঐতিহ্যবাহী শংকরাচার্য স্কুলে হীরক জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে ক্রীড়ানুষ্ঠান সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। রাজধানীর শহর দক্ষিনাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শংকরাচার্য বিদ্যায়তনের পাঁচ দিন ব্যাপী হীরক জয়ন্তী উৎসবের তৃতীয় দিনে বুধবার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সকালে ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। পরে সুসজ্জিত মার্চ পাস্ট করে ছাত্রীরা। খেলোয়াড়দের পক্ষে শপথ বাক্য পাঠ করে সুরাঞ্জলী চক্রবর্তী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদ্যায়তনের খেলাধুলার প্রসারে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন ক্রীড়ামন্ত্রী। তিনি আশা হীরক জয়ন্তী উৎসবের খেলাধুলার আয়োজনের প্রশংসাও করেন। অনুষ্ঠানে দ্রোনাচার্য কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী, ক্রীড়া অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ ও সমাজ সেবক অসীম ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন। ছিলেন ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিং, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সচিব দুলাল সাহা ও প্রধান শিক্ষিকা শবরী সাহা। পৌরহিত্য করেন পরিচালন কমিটির সভাপতি স্বপন কুমার দাস। স্বাগত ভাষন দেন শিক্ষিকা পপি সাহা। অনুষ্ঠানে পিরামিড, রিদমিক যোগা, জিমন্যাস্টিক্স ও ক্যারাটে প্রদর্শন করা হয়। পরে ছাত্রীরা বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষিক শিক্ষিকা সহ পরিচালন কমিটির সদস্য সদস্যা, প্রাক্তণীরা সহ অভিভাবিকারাও বিভিন্ন খেলায় অংশ নেন। সবশেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরষ্কার হিসেবে সুদৃশ্য পদক তুলে দেয়া হয়। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। গোটা অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন বাচিক শিল্পী তথা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা অপরাজিতা মজুমদার।

লড়াই বিফলে জুটমিল পি.সি-র টানা ৫ ম্যাচে জয়ী এগিয়ে চলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। লড়াই বিফলে গেল জুটমিল প্লে সেন্টারের। জয়ের মুখ আর দেখা সম্ভব হলো না। টিসিএ পরিচালিত সদর অনুর্ধ ১৫ ক্রিকেটে বুধবার নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে এগিয়ে চলো সংঘ ৩৩ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো জুয়েলস কোচিং সেন্টারকে। টস জিতে এগিয়ে চলো সংঘ শিবির প্রথমে ব্যাট করার সিধান্ত নেয়। সুবাদে ৪০ ওভার খেলে ৮ উইকেটের বিনিময়ে দলের স্কোর দাঁড়ায় ১৬১ রানে। ব্যাট হাতে দলের পক্ষে মাহিন চৌধুরী সর্বাধিক ৫৭ রান করে। তার এই ইনিংসে ৯ টি চারের মার শামিল রয়েছে। এছাড়া ময়ুক চৌধুরী ৩৫, রাজদীপ সিনহা ২২, স্নেহাংশু রায় ২২ রান করে। অতিরিক্ত সাহেব ভরসা যোগায় ১৫ রানের। বল হাতে জুটমিলের পক্ষে দুটি করে উইকেট নেয় আয়ুশ দত্ত, গৌরব রাজ সাহা ও অভ্র কান্তি মোদকরা। একটি করে উইকেট নেয় নিলেশ দাস, কৃষ ভৌমিকরা। জয়ের জন্য জুটমিলের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১৬২ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে দল শেষ পর্যন্ত ৪০ ওভারে ১০ উইকেটের বিনিময়ে ১২৮ রানই করতে সক্ষম হয়। ব্যাটে জুটমিলের পক্ষে গৌরব রাজ সাহা উল্লেখযোগ্য মেজাজে ৫০ রান করে। এছাড়া এমডি জাফর ২০, নিলেশ দাস ১৫ রান করতে সক্ষম হলে ও বাকিরা আর কেউই ভরসা যোগাতে পারেনি। সুবাদে ৩৩ রানের ব্যবধানে ম্যাচে পরাজয় হজম করতে হয় জুটমিল প্লে সেন্টারকে। বলে এগিয়ে চলোর পক্ষে মাহিন চৌধুরী একাই ৪ টি উইকেট নেয়। এছাড়া দুটি করে উইকেট নেয় নীল দেববর্মা, চন্দ্র শান্ত গোস্বামীরা।

খেলো ইন্ডিয়া বালিকাদের ফুটবলে ফুলো ঝানো-র হার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। ঘুরে দাড়ালো চলমান সঙ্ঘ। পরাজিত করলো শীর্ষে থাকা ফুলো ঝানো দলকে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত খেলো ইন্ডিয়া অনুর্ধ-১৫ বালিকাদের ফুটবল প্রতিযোগিতায়। উষাবাজারের সুখময় স্কুলে রবিবার দুটি ম্যাচ হয়। দিনের প্রথম ম্যাচে চলমান সঙ্ঘ ৫-৩ গোলে পরাজিত করে ফুলো ঝানো দলকে। চলমান সঙ্ঘের পক্ষে ইশিতা দাস হ্যাটট্রিক সহ ৪ টি, মিতা দেববর্মা ১টি এবং বিজীত দলের পক্ষে কুন্তি ওরাং, জয়া দেববর্মা ও সুশ্মিতা মুন্ডা ১ টি করে গোল করে। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে নবোদয় সঙ্ঘ ৪-০ গোলে

PNIT NO: e-PT- XLIIN/EE/RD/ABS/2023-24 DATED-09/01/2024

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 22/01/2024 for 04(Seven) nos. Construction work and 01(One) no. maintenance work at different site under RD Ambassa Division. For details visit website https://Aripuratenders.gov.in and contact at M-07005451769 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only

ICA/C-4120/24

[Er.B. Sutradhar]
Executive Engineer
R.D. Ambassa Division

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 21/EE/PWD (G)(R&B)/GNT/2023-24, Dt. 16- 01 - 2024

The Executive Engineer, Gonda Twisa Division, PWD (G), Gonda Twisa, Dhalai District on behalf of the "Governor of Tripura', invites online percentage rate / item-rate e-tender in single bid / two-bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Govt. Organization of other State & Central for the following works:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (inRs.)	EARNEST MONEY (inRs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	**Name of Work:** Maintenance of road from Gonda Twisa to Amarpur road (Length-17.50 km) under Gonda Twisa Sub-Division, PWD(R&B) during the year 2023-24/SH-Grouting, re- carpeting, surface drain etc. portion from ch. 12.00 km to 14.00 km (Group-I). **DNIeT No: 20/DNIT/EE/PWD(G)/(R&B)/GNT/2023-24**	24,22,967.00	48, 459.00	90 (Ninety) Days
2.	**Name of Work:** Maintenance of road from Gonda Twisa to Amarpur road (Length-17.50 km) under Gonda Twisa Sub-Division, PWD(R&B) during the year 2023-24/SH-Grouting, re- carpeting, surface drain etc. portion from ch. 14.00 km to 17.50 km (Group-II). **DNIeT No: 21/DNIT/EE/PWD(G)/(R&B)/GNT/2023-24**	24,14,296.00	48, 286.00	90 (Ninety) Days
3.	**Name of Work:** Maintenance of Ambassa-Gonda Twisa road under Dumburnagar RD Block during the year 2023-24/ SH: Patch WBM-3, re-carpeting, side shoulder etc. (portion from Ch. 45.00 km to 46.00 km). **DNIeT No: 22/DNIT/EE/PWD(G)/(R&B)/GNT/2023-24**	24,13,221.00	48, 264.00	60 (Sixty) Days

Date of publishing of bid : 18 -01-2024
Last date and time for document downloading and bidding: Up to 1500 Hrs on 02-02-2024
Class of tenderer: Appropriate Class.
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically.
Document downloading and bidding at application: https://tripuratenders.gov.in. For further enquiry, contact to the office of the undersigned.

ICA/C-4110/24

Executive Engineer
Gonda Twisa Division, PWD (G)
Gonda Twisa, Dhalai District

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha Abhiyan, West Tripura invites on behalf of the "Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other Stgte PWD up to 3.00 P.M. on 02/02/2024 for the following work:-

SI NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of 7 units CWSN Toilet at 7 nos. School under Tulashikhar Block Khowai District during the year 2023-24 under Elementary Level. DNIeT No:- 81/EE/ENGG.CELL/Samagra/2023-24 PNIet No:- 116/EE/ENGG.CELL/Samagra/2023-24	Rs. 20,30,000.00	Rs. 40600.00	05 (five) months	Up to 3PM 02/02/2024	03/02/2024 Hrs on 11.00 AM	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bicost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder. jocuments for the works on website https:/Aripuratenders.gov.in at free of

ICA/C-4105/24

Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura

NOTICE INVITATION QUOTATION

On behalf of Government of Tripura, the undersign invites sealed quotations from the reputed Firm/ Agency/Suppliers/Co-operative Societies and other authorized dealers for supply of KITS under Bishalgarh English Medium H. S School from 16/01/2024 to 22/01/2024(excluding holidays) up to 3.00 PM (Office hours & days only). The bidders should quote the rate both in figures and words in the prescribed format. The bidder should submit required documents and earnest money (to be deposit in the shape of Demand Draft from any State/National Bank in favour of the undersigned) along with the quotation. Any incomplete bid will be summarily rejected. Quotation should only be dropped in the specific box kept in the office chamber of the undersigned. Format for quoting rate terms & condition, specification of item are available in the office of the Headmaster Bishalgarh English Medium H. S School, Sepahijala, Tripura up to 18" January 2024 (during office hours & working days only). The box will be opened on the last day at 4.00 p.m. if possible if for any unforeseen reason Quotation box cannot be opened in the last day it will be opened in the next working day.
The terms and conditions and other details may be seen in the office of the undersigned.

ICA/C-4115/24

Headmaster
Bishalgarh English Medium H.S. School

NIT NO-e-PT-51/P/EE/RDAD/2023-24
Dt. 11/01/2024

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, RD Agartala Division, Government of Tripura invites item wise separate e-tender (two bid) from the eligible bidders up to 3 PM of 31/01/2024 for Supply and installation of Machineries & equipments along with necessary internal electrification 'Up-qradation of Brahmakunda Tea Processin Factory (BTPF), Simna, For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-4101/24

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

নাইডু ট্রফি : ইনিংস পরাজয় এড়াতে পারলো না ত্রিপুরা, পাঞ্জাব জয়ী

ত্রিপুরা -১২৬ও ১৬৬ পাঞ্জাব-৩১১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। ইনিংস পরাজয় রোখা সম্ভব হলো না ত্রিপুরার। পাঞ্জাব ইনিংসহ ১৯ রানের ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে নিল। সুবাদে বোনাস সহ ৭ পয়েন্ট অর্জিত হলো পাঞ্জাবের। মঙ্গলবারেই ইনিংস পরাজয়ের পথে হাঁটছিল ত্রিপুরা। ৫৯ রানে পিছিয়ে ছিল ত্রিপুরা স্রেফ ইনিংস পরাজয় এড়ানোর লক্ষ্যে। হাতে ছিল মাত্র ৪ টি উইকেট। শেষ পর্যন্ত এই চার উইকেট দলের জন্য ৪০ রান সংগ্রহ করে দিতে সক্ষম হয়েছে। অনূর্ধ-২৩ কর্ণেল সি কে নাইডু ট্রফি ক্রিকেটে। মোহালির আই এস বৃন্দা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ব্যাটিং ব্যর্থতায় ত্রিপুরা ইনিংস সহ ১৯ রানে পরাজিত হয়েছে। ত্রিপুরার প্রথম ইনিংসে ১২৬ রানের জবাবে স্বাগতিক পাঞ্জাব ৩১১ রান করে। ১৮৫ রানে পিছিয়ে থেকে তৃতীয় দিনের শেষে ত্রিপুরা ৭ উইকেট হারিয়ে ১২৬ রান করে। শেষ পর্যন্ত ১৬৬ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ত্রিপুরার। ত্রিপুরার অভিজিৎ দেববর্মা ৫ উইকেট দখল করেন। দ্বিতীয় দিনের ২ উইকেটে ২২২ রান নিয়ে খেলতে নেমে মঙ্গলবার আরও ৮৯ রান যোগ করার ফাঁকে শেষ ৮ টি উইকেট হারায়। দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান পুখরাজ মন এবং ক্রীশ ভগৎ প্যাভেলিয়নে ফিরতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে যায় পাঞ্জাবের ইনিংস। পুখরাজ ২৪০ বল খেলে ১৮ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮৫ এবং ক্রীশ ভগৎ ১৪৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৩ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে অভিজিৎ দেববর্মা ৯৫ রানে ৫ টি, রিয়াজ উদ্দিন ৩৮ রানে এবং ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ ৯০ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। ১৮৫ রানে পিছিয়ে থেকে তৃতীয় দিনের শেষে ৭ উইকেট হারিয়ে ১২৬ রান করে ত্রিপুরা। অন্তিম দিনে আজ আরও ৪০ রান যোগ করলেও ইনিংস পরাজয় এড়াতে পারেনি ত্রিপুরা দল।

ছোটদের ক্রিকেটে মৌচাক পর্যুদস্ত জয়ের হ্যাট্রিক চাম্পামুরা পি.সি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। চাম্পামুরার রানের পাহাড়। পাহাড় সম রানে চাপা পড়ে গেল মৌচাকের ইনিংস। বুধবার টিসিএ পরিচালিত সদর অনুর্ধ ১৩ ক্রিকেটে ডক্টর বি আর আম্বেদকর মাঠে ১৭২ রানের বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করলো চাম্পামুরা কোচিং সেন্টার। এদিন টসে জয়লাভ করে চাম্পামুরা শিবির প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। সুযোগটাকে দারুণভাবে কাজে লাগালো দলের ব্যাটসম্যানরা। ব্যাট হাতে চাম্পামুরার পক্ষে সবচেয়ে বেশি রান করে সন্দীপন দাস ৬৭ রান করে। তার এই ইনিংসে ১২ টি চারের মার শামিল রয়েছে। এছাড়া মইনাক সাহা ৪৮, সায়ন পাল ৩৪, অধি দেবনাথ ২৫, অর্কজিত সাহা ১৮, দেবাশিস দাস ১০ রান করে। অতিরিক্ত সাহেব ভরসা যোগায় ১৭ রানের। সুবাদে ৩৫.৫ওভারে ১০ উইকেটের বিনিময়ে চাম্পামুরার স্কোর দাঁড়ায় ২৩২ রানে। বলে মৌচাকের পক্ষে তিনটি করে উইকেট নেয় আইজেক দেববর্মাও স্নেহাংশু রায়রা। এছাড়া একটি করে উইকেট নেয় রোহিত বর্মণ, অরিজিৎ সরকার। জেতার জন্য মৌচাকের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ২৩৩ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে ২৮.৫ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ৬০ রানে থেমে যায় মৌচাকের রানের দৌড়। ব্যাটে মৌচাকের হয়ে কৌশিক দাস ১২, হৃতিক দেববর্মা ১০, আইজেক দেববর্মা ১২রানই করতে সক্ষম হয়। বলে চাম্পামুরার হয়ে তিনটি করে উইকেটে হাত পাকায় আকাশ দেবনাথ, সন্দীপন দাসরা। দুটি উইকেট সংগ্রহ করে আরমানুর রহমান। সুবাদে বিশাল রানের ব্যবধানে জয় আদায় করে নিলো চাম্পামুরা কোচিং সেন্টার।

রাজের ৬ উইকেট, শতদলকে হেলায় হারিয়ে ১ম জয় মডার্ন একাডেমীর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেল মডার্ন ক্রিকেট একাডেমি। হারিয়েছে শতদল সংঘ কে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটের দশম দিনের খেলায় আজ, বুধবার এ-গ্রুপে মডার্ন ক্লাব নিজেদের তৃতীয় ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। এর আগে পরপর দুটি ম্যাচে যথাক্রমে চাম্পামুড়ার কাছে ৭ উইকেটে এবং জিবি প্লে সেন্টার এর কাছে ৮ উইকেটে হেরে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। তবে আজ, বুধবার রানীরবাজার ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে দশটায় খেলা শুরুতে টস জিতে শতদল সংঘ প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে মডার্ন ক্রিকেট একাডেমী সীমিত ৩৬ ওভারে ৭ উইকেটে হারিয়ে ২০১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সৌম্যজিৎ সরকারের দুর্দান্ত ১১৭ রান উল্লেখযোগ্য। সৌম্যজিৎ ৯৮ বল খেলে ১৭ টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাকিয়ে ১১৭ রান সংগ্রহ করে। জবাবে শতদল সংঘ ব্যাট করতে নামলে বিশেষ করে রাজ পালের বোলিং ছোবলে শতদল সংঘের ছেলেরা অল্পতেই হার মেনে নেয়।
২৭.১ ওভার খেলে ৫৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। রাজ একাই ছটি উইকেট তুলে নেয় মাত্র ৮ রানের বিনিময়ে। এর সুবাদে রাজ ম্যাচের সেরার স্বীকৃতিও পেয়েছে।

ডেইলি দেশের কথা-র বিশ্বকাপ ক্যুইজের পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ডেইলি দেশের কথার বিশ্বকাপ ক্যুইজের পুরস্কার বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে।
বেলা সাড়ে দশটা থেকে স্থানীয় মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক বিশেষ প্রোগ্রামে প্রাথমিক পর্যায়ে ছত্রিশ জন অংশগ্রহণকারী থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ে ১০ জনকে বাছাই করে নেওয়া হয়েছিল।
তাঁদের থেকে ধাপে ধাপে সমগ্র কুইজ অনুষ্ঠান শেষে প্রথম পাঁচজন তথা রঞ্জন পাল প্রথম, অভিজিৎ দেবনাথ দ্বিতীয়, সৈকত চৌধুরী তৃতীয়, বিবেক চক্রবর্তী চতুর্থ এবং দিলীপ কুমার রায় পঞ্চম পুরস্কার পেয়েছেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী, নির্মল বিশ্বাস, ক্রীড়াবিদ কমল সাহা এবং অর্জুন মন্টু দেবনাথ প্রমুখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

জাতীয় স্কুল গেমস হ্যান্ডবলে জয় দিয়ে সূচনা ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। জয় দিয়ে দারুণ সূচনা ত্রিপুরার। ৬৭তম জাতীয় স্কুল গেমস এর হ্যান্ডবল ইভেন্টে প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। হারিয়েছে বিদ্যাভারতী কে। স্কুল গেমস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া আয়োজিত এই আসরে অনূর্ধ-১৭ বালিকা বিভাগের হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা দল ৬-১ গোলের ব্যবধানে বিদ্যা ভারতী কে হারিয়ে দারুণ সূচনা করেছে। রাজ্য দল এ বছর সাফল্যের ব্যাপারে আশাবাদী বলে ক্রীড়া মহলের প্রত্যাশা।

কর্নেলকে ১০ উইকেটে হারিয়ে জয়ে ফিরল এ.ডি নগর প্লে সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। কর্নেলের স্বল্প রানকে অনায়াসেই হাসিল করে নিলো এডি নগর। সদর অনুর্ধ ১৫ ক্রিকেটে নেপকো মাঠে ঘটলো এই ঘটনা। টস জিতে কর্নেল শিবির প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে এই সিদ্ধান্তকে কাজেই লাগাতে দিলো না এডি নগরের বোলাররা। এডি নগরের বিষাক্ত বোলিংয়ের সামনে রীতিমতো অসহায় ভাবে আত্মসমর্পন করে বসে কর্নেলের ব্যাটসম্যানরা। ২২.৪ ওভার খেলে সব উইকেটের বিনিময়ে কর্নেল দলের স্কোর দাঁড়ায় বহু কষ্টে ৪৩ রান। এর মধ্যে শতভিক ঘোষই ২৩ রান করতে সক্ষম হয় কর্নেলের পক্ষে। এছাড়া আর একজন ব্যাটসম্যান ও দাঁড়াতে পারেনি ২২ গজে। বল হাতে এডি নগরের হয়ে তিনটি করে উইকেট নেয় দেবজিত সরকার, কিষান সরকার ও তীর্থ চক্রবর্তীরা। লক্ষ্যমাত্রা মাত্র ৪৪ রানের। যাকে তাড়া করতে এডি নগর দল ৮.৫ ওভারেই কোনো উইকেট না হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান হাসিল করে নেয়। বিজয়ী দলের হয়ে স্নেহাল দত্ত ১৪ এবং রাকিব মিয়া অপরাজিত ২৯ রান করে দলকে এই সফলতা এনে দিতে সক্ষম হলো।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বকেয়া মজুরির দাবিতে নগর পঞ্চায়েতের ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ সাফাই কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর, ১৭ জানুয়ারি।। বকেয়া মজুরির দাবীতে নগর পঞ্চায়েতের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন সাফাই কর্মীরা। ঘটনাটি ঘটেছে অমরপুর নগর পঞ্চায়েতে বুধবার। এদিন সকাল ৭ টা থেকে নগর পঞ্চায়েতের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন তারা। এদিকে বিক্ষোভের খবরে ঘটনাস্থলে ছুটে এসেছেন বীরগঞ্জ থানার পুলিশ ও নগর পঞ্চায়েতের আধিকারিকেরা। তাদের বুঝিয়েও আন্দোলন বন্ধে একপ্রকার ব্যর্থ হয়েছেন আধিকারিকেরা।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ তারা প্রতিদিন নগর পঞ্চায়েত এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে ময়লা সংগ্রহ করে এলাকাকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখছেন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সবকিছুকেই উপেক্ষা করে তারা দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তবে তাদের বেতন দিতে গেলে প্রতি মাসের তাল বাহানা করেন নগর পঞ্চায়েতের আধিকারিকরা। বার বার আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেও মিলছে না সুরাহা। তাই বাধ্য হয়ে এদিন তারা মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। যদিও দীর্ঘ সময় পরে নগর পঞ্চায়েতের আধিকারিকদের বকেয়া অর্থ মিটিয়ে দেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দিয়ে আন্দোলন প্রত্যাহার করেছেন সাফাই কর্মীরা।

নিয়োগের দাবিতে ডেপুটেশন এম পি ডব্লিউ বেকার যুবক যুবতীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। অতিসত্বর নিয়োগের দাবিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন এম পি ডব্লিউ বেকার যুবক যুবতীরা।

তাঁদের অভিযোগ, রাজ্য সরকার গত ছয় বছর ধরে এম পি ডব্লিউ পদে একজনকে নিয়োগ করে নি। ২০১৭ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ পক্ষ থেকে ৭৯১টি শূন্য পদে নিয়োগ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। সরকার একজনকেও নিয়োগ করেনি।

তাঁদের আরও অভিযোগ, বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ১২০০ জন এম পি ডব্লিউ বেকার যুবক যুবতীরা রয়েছে। তাঁদের দাবি, ১২০০জন এম পি ডব্লিউ বেকারদের মধ্যে ৫০০জনকে সরকার নিয়োগ করুক।

এ বিষয়ে একাধিক বার স্বাস্থ্য দপ্তরে ডেপুটেশন, মিছিল, মিটিং করা হলেও এখনো পর্যন্ত কোনো সদুত্তর মিলেনি। তাই আজ তাঁরা নিয়োগের দাবিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন। অতিসত্বর দাবি পূরণ করা না হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন তাঁরা।

হা বলেন,'বিয়ের মরসুমে আমাদের "শুভ বিবাহ উৎসব' হলো ভারতীয় ঐতিহ্যের এক বর্ণময় উদযা

স্বচ্ছতা অভিযানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। অযোধ্যায় ভব্য রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নির্দেশ দিয়েছেন মকর সংক্রান্তির দিন থেকে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত যাতে দেশের সমস্ত মন্দির বা ধর্মীয় স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। পাশাপাশি স্বচ্ছতা অভিযান চালানোর আহ্বান জানিয়েছেন শাসক দলের কার্যকর্তাদের।

সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বুধবার সকালে রাজধানীর প্রতাপগড় স্থিত লোকনাথ আশ্রমে স্বচ্ছতা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

তিনি মন্দির প্রাঙ্গন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, অযোধ্যায় ভব্য রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর আহবানকে সামনে রেখে স্থানীয় কার্যকর্তাদের সাথে এই দিন স্বচ্ছতা অভিযানে অংশ নিয়েছেন। আগামী ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত এই মহান কর্মযজ্ঞে শামিল হয়ে বিভিন্ন মন্দির প্রাঙ্গণকে পরিচ্ছন্ন করে তোলার জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। স্বচ্ছতা অভিযানে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস সহ অন্যান্যরা।

লরির ধাক্কায় মৃত পুলিশ কর্মী, আটক চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৭ জানুয়ারি।। ট্রাকের ধাক্কায় এক পুলিশ কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় ঘাতক ট্রাকের চালককে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মৃত পুলিশ কর্মীর নাম আশ্রম মনি রিয়াং। পিতা বিদ্যা রাম রিয়াং। মৃত পুলিশ কর্মীর বাড়ি উত্তর জেলার আনন্দবাজার গসিরামপাড়া এলাকায়।

মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ১০টা নাগাদ চুরাইবাড়ি সেলট্যাক্স অফিস সংলগ্ন জাতীয় সড়কের উপর ঘটেছে এই দুর্ঘটনাটি। জানা গেছে, ওই রাতে টিআর০২-এ-৮৫১৪ নম্বরের বাইক নিয়ে ট্রাফিক যানজটের সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে এএস০১-এফসি-৬৯৪৯ নম্বরের বারো চাকার ট্রাকের সাথে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনার পর আহত পুলিশ কর্মীকে প্রথমে কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীতে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় ধর্মনগরে জেলা হাসপাতালে। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় শিলচরে। শিলচরে যাওয়ার পথে ভোর পাঁচটা নাগাদ মৃত্যু হয় ঐ পুলিশ কর্মীর। আজ সকালে মৃত পুলিশ কর্মীকে নিয়ে আসা হয় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে। ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে মৃতদেহর ময়না তদন্ত শেষে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে মৃতদেহ। এদিকে রাতেই চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ঘাতক লরি চালক তনমনি দাসকে আটক করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্কলারশিপের দাবিতে এসসি বিএড উত্তীর্ণদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। ২০২৩ সালের বি এড উত্তীর্ণ এস সি ছাত্র ছাত্রীরা স্কলারশিপ পাচ্ছে না। তাতে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছে,বহুবার তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরে গিয়ে স্কলারশিপের দাবি করলে তাদের বিভিন্নভাবে আশ্বস্ত করা হয়েছে। কিন্তু তারা দীর্ঘ ৮ মাস ধরে বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছে বলে অভিযোগ তুলে বুধবার একটি মিছিল সংঘটিত করে গোর্খাবস্তিস্থিত তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়।

বিক্ষোভরত ছাত্রছাত্রীরা জানায়, ৩২০০ জনের মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীরা গত ১০ জানুয়ারি স্কলারশিপ পেয়ে গেলেও বাকি ৪০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর স্কলারশিপ মিলে নি। কিন্তু গত ডিসেম্বর মাসে যখন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অফিসে এসে কথা বলেছিল তখন তাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে সকলে স্কলারশিপ পেয়ে যাবে।

কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের স্কলারশিপ পায় নি সকলে। এদিন দপ্তরের অধিকর্তা অসীম সাহার কাছে স্কলারশিপ না পাওয়ার বিষয়ে জানতে গেলে তিনি কক্ষে উপস্থিত ছিলেন না। তখন ক্ষুব্ধ ছাত্ররা স্পষ্ট জানিয়ে দেন আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে যদি তারা স্কলারশিপ না পায় তাহলে তারা হাইকোর্টে মামলা করতে বাধ্য হবে।

পরবর্তী সময় দপ্তরের মূল ফটক আটকে দিয়ে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্রছাত্রীরা। অবিলম্বে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা আরো বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছে।

দায়ের কোপে আহত ৪ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। মকর সংক্রান্তির কীর্তনে সৃষ্ট বাক বিতন্ডাকে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তির দায়ের কোপে আহত হয়েছেন চারজন। ঘটনা সিধাই থানাধীন মোহনপুরের তারানগর তিন নং কলোনি এলাকায়। অভিযুক্ত শান্ত দেবনাথকে গ্রেফতার করেছে সিধাই থানার পুলিশ।

জানা গেছে সোমবার এই এলাকাতে মকর সংক্রান্তির কীর্তনকে কেন্দ্র করে খুল কেনার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হয়েছে। যে টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে তা ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ে শান্ত দেবনাথ। একসময় নেশাগ্রস্থ অবস্থায় তার প্রতিবেশীদের উপর দা নিয়ে আক্রমণ করে সে। আক্রমণে রক্তাক্ত হয়েছেন চার জন। আহতদের তরফে সিধাই থানাতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

আহতদের দাবি নেশাগ্রস্থ অবস্থায় অভিযুক্ত শান্ত দেবনাথ গ্রামবাসীদের উপর এই আক্রমণ সংঘটিত করেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই এলাকাতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এ ধরনের নেশাগ্রস্ত হওয়ার ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। নেশাগ্রস্ত হওয়ার কারণেই এ ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে বলেও তারা মন্তব্য করেছেন।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের শুভ বিবাহ উৎসব ২০২৪

আগরতলা, ১৭ জানুয়ারি।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে "শুভ বিবাহ উৎসব"। আগামী ১৭ জানুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্য্যন্ত এই উৎসবের আয়োজন হতে চলেছে। "শুভ বিবাহ উৎসব"- ভারতীয় ঐতিহের এই উদযাপন ২০০৯ সালে আগরতলায় শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স সাফল্যের সঙ্গে সূচনা করে। পরে কলকাতার কয়েকটি প্রধান আবাসন ও বিশিষ্ট সামাজিক ক্লাবও এই কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছে। এরপর যত সময় গড়িয়েছে ততই এই উৎসবের মান ও জনপ্রিয়তা আরও বেড়েছে।এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হল, ভারতীয় ঐতিহ্যের উদযাপন করা ও বিয়ের মরসুম উপলক্ষে গ্রাহকদের জন্য বিয়ের গয়নার নতুন সম্ভার নিয়ে আসা। এবারের আয়োজন আরো বিশেষ হতে চলেছে। এই বছর সোনা এবং হিরের বিয়ের গয়নার এক সম্পূর্ণ নতুন সংগ্রহ নিয়ে আসা হয়েছে। যা শুধুমাত্র বিয়ের মরসুমের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন এবং কারুকাজ করা হয়েছে।

এই উৎসব উদযাপন করার জন্য গ্রাহকদের জন্য লাকি ড্র, উপহার আর বিশেষ আকর্ষণীয় অফারও রাখা হয়েছে রয়েছে সোনার গয়না তৈরির মজুরিতে ২০ শতাংশ ছাড়। হিরের গয়না তৈরির মজুরিতে ৫০ শতংশ ছাড়। হিরের গয়নার কেনাকাটায় হিরের দামের ওপর থাকছে ৭ শতাংশ ছাড়। প্রতি সপ্তাহের লাকি ড্রতে থাকছে হিরে বসানো স্বর্ণ মুদ্রা। মরসুমের মেগা ড্র-এ থাকছে সুন্দর হিরের নেকলেস। এছাড়া প্রতিটি ক্রয়ের সঙ্গে থাকছে নিশ্চিত উপহার। আর সব কিছুই আয়োজন করা হয়েছে বিয়ের মরসুমের জন্য।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এই উপলক্ষে এক স্পেশাল প্রিভিউয়ের আয়োজন করেছিল। যেখানে সোনা ও হিরের গয়নার এবছরের "শুভ বিবাহ সম্ভার" সকলের সামনে তুলে ধরা হয়। এছাড়া যেসব অফার, ছাড় আর লাকি ড্র রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে সবাইকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ সদর জেলা মহিলা মোর্চার সম্পাদিকা তথা প্রাক্তন বিধায়িকা মিমি মজুমদারের উদ্যোগে আগরতলা কৃষ্ণনগরস্থিত মেহের কালীবাড়ি মন্দিরে স্বচ্ছ ভারত অভিযান আয়োজিত হয়।

দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ জানুয়ারি।। মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন শালবাগান এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় তিনজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। এই ঘটনাটি ঘটেছে তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন শালবাগান এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন শালবাগান এলাকায় আসাম---আগরতলা জাতীয় সড়কে টিআর০৫-ডি-১৬৭১ নম্বরের একটি লরি এবং টিআর০১-বি-২৭৬৮ নম্বরের একটি যাত্রীবাহী ম্যাক্স গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ বাঁধে।

দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় বুলু দেববর্মা, বর্নালি দেববর্মা এবং পূজা দেববর্মা নামে তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থেকে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। আহতদের উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত কোন কারণ জানা যায়নি। তবে অনুমান দ্রুতগতির জন্যই এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। বর্তমানে আহতদের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে।

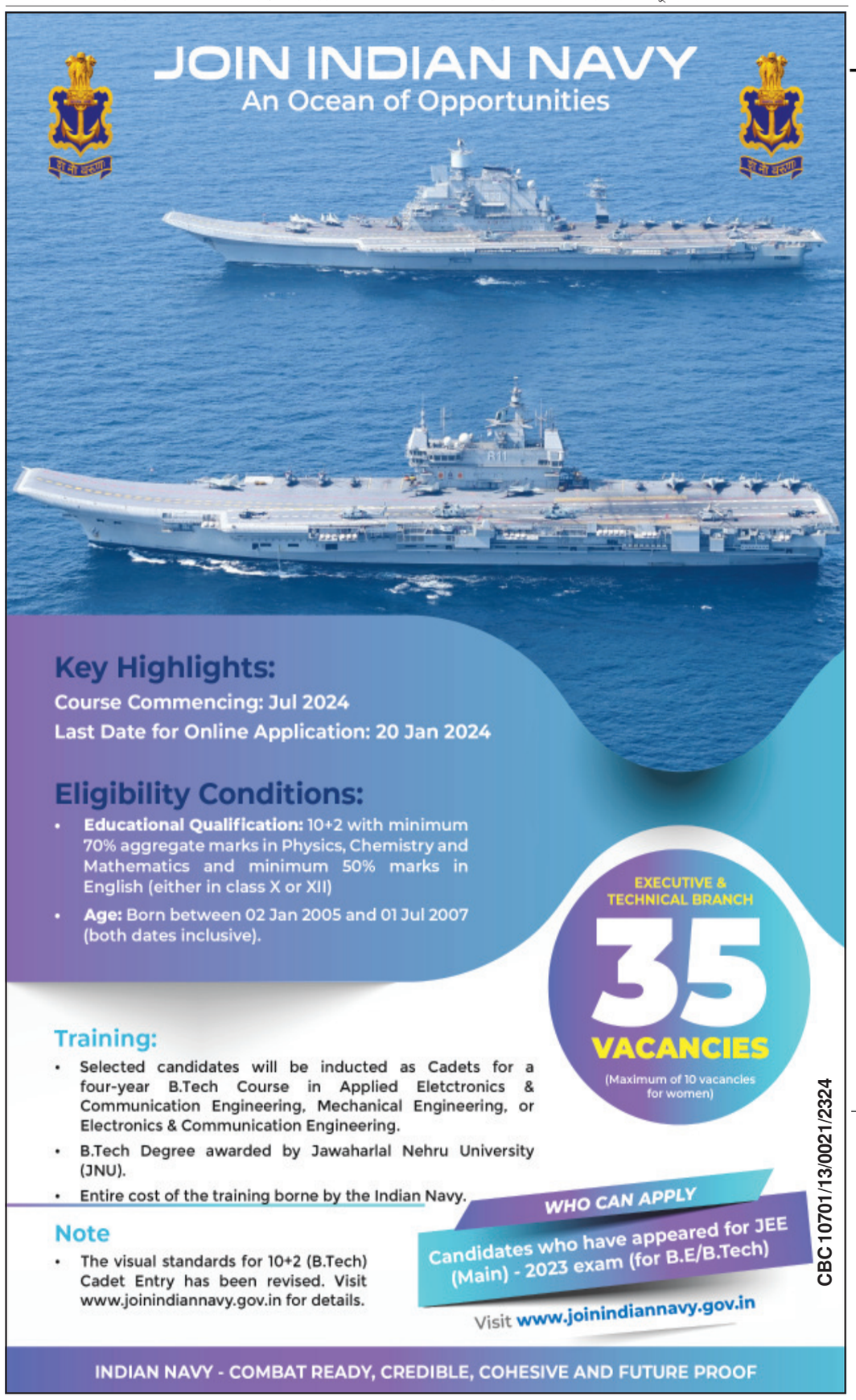

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।